CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 20 January 2022 ■ আগরতলা ২০ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ৬ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে করোনায় আরও চারজনের মৃত্যু

২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত আরও ১২৪২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। রাজ্যে বেড়েই চলেছে করোনার তাণ্ডব। দৈনিক সংক্রমণ বৃদ্ধির সাথে লাগাতর মৃত্যু চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য, সুস্থতাও এখন গতি ধরেছে। তবুও, সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সাত হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার করোনার নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধির আদেশ দিয়েছে। সেই নির্দেশ আসার আগেই ত্রিপুরায় বাড়ানো হয়েছে করোনার নমুনা পরীক্ষা। ফলে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় মারাত্মক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গত ২৪ ঘন্টায় করোনার সংক্রমণ অতি সামান্য কমেছে। কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, পশ্চিম ত্রিপুরা কার্যত করোনার এপিসেন্টারে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে আগরতলা পুর নিগম এলাকা সারা ত্রিপুরায় সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে।

ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘন্টায় ১২৪২ জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। অবশ্য ছয় শতাধিক করোনা আক্রান্ত সুস্থও হয়েছেন। কিন্তু, করোনা আক্রান্তের মৃত্যু নতুন করে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় আরও ৪ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। লাগাতর মৃত্যু করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এদিকে, সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭০৫০।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১০৯৩ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৭৮১৫ জনকে নিয়ে মোট ৮৯০৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১০৭ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ১১৩৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ১২৪২ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। করোনার নমুনা পরীক্ষা সামান্য কম হওয়ায় দৈনিক সংক্রমণের হারও কমে হয়েছে ১৩.৯৪ শতাংশ। গতকাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জীবন নিয়ে খেলা, দেরীতে হলেও ঘুম ভাঙল রাজ্য সরকারের

পশ্চিম জেলায় অপরিশুদ্ধ ৩৯টি জলের ফ্যাক্টরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন, তিনটি পেল বন্ধের নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। অনুমোদনহীন প্যাকেটজাত পানীয় জল প্রস্তুতকারক সংস্থায় আজ প্রশাসন হানা দিয়েছে। তিনটি সংস্থাকে বন্ধের নোটিশ জারি করেছে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এমন ৩৯টি সংস্থা রয়েছে। প্রশাসন সেখানেই অভিযান চালাবে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: সংগীতা চক্রবর্তী। এর মধ্যে তিনটিকে বন্ধের নোটিশ দেয়া হচ্ছে। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: সংগীতা চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই)-র অনুমোদন ছাড়াই ইন্দ্রনগরস্থিত ড্রপলেট সংস্থাটি প্যাকেটজাত পানীয় জল প্রস্তুত করছিল। তাই, ওই সংস্থা বন্ধের নোটিশ জারি করা হয়েছে। এছাড়া আরও দুটি সংস্থাকে বন্ধের নোটিশ দেয়া হয়।

সারা ত্রিপুরায় প্যাকেটজাত পানীয় জল করার প্রচুর সংস্থা সম্প্রতি গজিয়ে উঠেছে। ওই জলের গুনমান নিয়েই নানা অভিযোগ রয়েছে। এমনকি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় ককবরক দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

গকুলনগর ও আমতলীতে দুই ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৯ জানুয়ারি।। বিশালগড় -র গকুলনগর এলাকায় এক ব্যক্তি নিজ বাড়িতে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অসুস্থ। রোগব্যাধি থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে তিনি ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা গেছে, বুধবার সাত সকালে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় নরেশ রায় নামে ওই বৃদ্ধের। ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত পশ্চিম গোকুলনগর এলাকায়। মৃতের পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকালে বাড়ির লোকজন ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় ঘরের বারান্দায় নরেশ রায়ের দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। পরবর্তী সময়ে পরিবারের লোকজনের চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন জড়ো হয়। খবর পাঠানো হয় বিশালগড় থানায়। বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ নামিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। জানা গেছে, মৃত নরেশ রায় দীর্ঘদিন যাবত শ্বাসকষ্টের রোগে ভুগছিলেন। বৃদ্ধের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে, আমতলী থানা এলাকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাওড়া নদীর তীরে বাঁশ বাজার ও অটো স্ট্যান্ড অন্যত্র সরানো হবে ঃ পুর মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের নেতৃত্বে প্রশাসনের এক প্রতিনিধি দল বুধবার বটতলা ঘাট ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ওই এলাকায় গড়ে ওঠা বাঁশবাজার এবং অটোস্ট্যান্ড অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। পুর নিগমের মেয়র বলেন, জহর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় হাওড়া নদীর তীর দখল করে বাঁশবাজার এবং অটোস্ট্যান্ড গড়ে ওঠায় নদীর জল নির্ধারিত গতিতে নামতে পারছে না। বৃষ্টি হলে জল জমে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। সেখান থেকে বাশ বাজার এবং অটোস্ট্যান্ড সরিয়ে নেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

তিনি বলেন, ওই স্থান জবর দখলমুক্ত করতে হচ্ছে। কিন্তু নানা কারণে সেই কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। বর্তমান পুর নিগম ওই এলাকাকে দখলমুক্ত করে স্মার্ট সিটি প্রকল্পে এলাকার উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই কাজে পুর নিগমের মেয়র সকলের সহযোগিতা আহ্বান করেছেন। বটতলা জহরব্রিজ সংলগ্ন বাঁশ বাজার এবং অটো স্ট্যান্ড এলাকা পরিদর্শনকালে মেয়র বলেন, ওই স্থান জবর দখলমুক্ত করা হলে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের উন্নয়নের কাজ গতি পাবে। তিনি বলেন, অতি শীঘ্রই বাঁশ বাজার এবং অটো স্ট্যান্ডটি জবরদখলমুক্ত করা হবে।

উল্লেখ্য, বটতলা সংলগ্ন হাওড়া নদীর পার ভরাট করে সেখানে বেআইনি ভাবে গড়ে উঠেছে বাঁশ বাজার এবং অটো স্ট্যান্ড। যার কারনে নদীর গতি পথের যেমন পরিবর্তন হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিন দুপুরে জি বি হাসপাতাল চত্বরে টমটম চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। বুধবার জিবি হাসপাতাল চত্বর থেকে একটি টমটম চুরি করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। টমটমের মালিকের নাম লিটন সরকার। জানা গেছে, লিটন সরকার নামে ওই যুবক তার নিকট আত্মীয়দের রক্ত পরীক্ষার জন্য জিবি হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন।

রক্তের নমুনা দিয়ে ফিরে এসে লক্ষ করেন যেখানে তিনি টমটম রেখে গিয়েছিলেন সেখান তা উধাও হয়ে গেছে। তাতে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম টমটম চালক লিটন সরকারের। টমটমটি দেখতে না পেয়ে লিটন সরকার বিষয়টি এলাকায় কর্তব্যরত জওয়ানদের বিষয়টি জানান। কিন্তু হাসপাতাল চত্বরে কোথাও টমটম না পেয়ে শেষ পর্যন্ত জিবি আউটপোস্ট এর পুলিশের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়।

পরবর্তী সময়ে পার্শবর্তী জঙ্গল থেকে টমটমটি উদ্ধার হয়েছে। তবে টমটম থেকে ব্যাটারি সহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা। জিবি হাসপাতাল চত্বরে নিরাপত্তা বলয়ের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আঠারমুড়া ও গন্ডাছড়ার নতুন নামাকরণ হয়েছে ঘোষণা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার চর্চা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে সহায়তা করে। প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা নীতির সংশোধনীর ফলে মাতৃভাষায় চর্চার ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সুনিশ্চিত হয়েছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত ৪৪তম ককবরক সাল-২০২২ শীর্ষক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে তিনি যোগ করেন, ককবরক ভাষার প্রতি সম্মাননা স্বরূপ গন্ডাছড়ার নাম পরিবর্তন করে গন্ডাতুইসা এবং আঠারমুড়ার নাম পরিবর্তন করে হাচুক বেরেম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আঠার মুড়া এবং গন্ডাছড়ার ককবরক নামাকরণের ঘোষণা দিয়ে দাবি করেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে ডম্বুর ভ্রমণের মাধ্যমে ও সড়ক পথে রাজ্যে আগত যাত্রীদের মাধ্যমে এই দুই জায়গার নতুন নামাকরণ অনায়াসে বিশ্ব আঙ্গিনায় পৌঁছে যাবে। তাঁর কথায়, মাতৃভাষার পাশাপাশি নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতির পরম্পরাকে সঙ্গে নিয়ে ককবরক ভাষা সহ অন্যান্য ভাষার চর্চা দ্বারা অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধতার পথ সুগম হয়। তাই ককবরক ভাষা চর্চার প্রতি আরও আগ্রহী হওয়ার লক্ষ্যে সবার প্রতি আহ্বান রাখেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যত বেশি ভাষা রপ্ত করা যায় তত বেশি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ তৈরি হয়। প্রধানমন্ত্রীর দিশা নির্দেশনায় জাতীয় শিক্ষা নীতির সংশোধনী মাতৃভাষায় চর্চার ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সুনিশ্চিত করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মত আত্মপ্রকাশ হওয়া টিচার্স হ্যান্ডবুক সহ অন্যান্য প্রকাশনা ককবরক ভাষার প্রসার ও শিক্ষা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। রাজ্যের জনজাতিদের আর্থ সামাজিক জীবনমান বিকাশে ১৩০০ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। তাঁর দাবি, জনজাতিদের সম্মানার্থে ও সার্বিক বিকাশে সফলভাবে বাস্তবায়িত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুঙ্গিয়াকামীতে ফের নাবালিকা ধর্ষিতা ছয়দিন পর মামলা, ধৃত এলাকার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ জানুয়ারি।। ধর্ষিতা ১৪ বছর বয়সি এক নাবালিকা কণ্যা। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর অধীন মুঙ্গিয়াকামী থানা এলাকার দক্ষিণ মহারানীপুর এলাকায়। মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশের তৎপরতায় পুলিশি হেফাজতে ২৫ বছর বয়সি অভিযুক্ত যুবক।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে পুলিশ জানায়, মুঙ্গিয়াকামী থানা এলাকার দক্ষিণ মহারানীপুর রবিচরণ পাড়া এলাকার বাসিন্দা সমলৌ দেববর্মার ২৫ বছর বয়সি ছেলে অমরজিৎ দেববর্মা দক্ষিণ মহারানীপুর এলাকার ১৪ বছর বয়সি এক নাবালিকা কন্যাকে চলতি মাসের ১৩ তারিখ রাতে ধর্ষণ করে। কিন্তু ওই নাবালিকা কণ্যার পরিবারের লোকজন ঘটনাটি কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এত দিন চেপে রাখলেও ছয় দিন পর বুধবার বিকেলে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয় এবং ধর্ষক অমরজিৎ দেববর্মার নাম ধাম দিয়ে লিখিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহ শিক্ষকের বাড়ি থেকে ফেরার পথে আক্রান্ত ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। গৃহ শিক্ষকের বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে ফেরার সময় আক্রান্ত হল এক ছাত্র। ঘটনা মন্দির নগরী উদয়পুরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ছাত্রদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ মিলেছে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, পূর্ব শত্রুতার জেরে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রকে মারধর করে তার মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত যুবকের নাম রাজীব ভৌমিক। ঘটনা উদয়পুরের রাজারবাগের অরুণাচল সংঘ এলাকায়। অভিযুক্ত রাজীব ভৌমিকের বাড়ি চন্দ্রপুর কলোনী এলাকায়। জানা গেছে, একাদশ শ্রেণীর ছাত্র চঞ্চল দে প্রাইভেট থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে এটিএম জালিয়াতি কান্ডের পলাতক তুরস্কের নাগরিক হাকান বাংলাদেশে গ্রেফতার, ধৃত আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১৯ জানুয়ারি।। রাজ্যে এটিএম জালিয়াতির সাথে জড়িত পলাতক তুরস্কের নাগরিক হাকান যানবুরকান বাংলাদেশে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। ঢাকায় একটি ব্যাঙ্কের বিভিন্ন এটিএম বুথ থেকে বেশ কয়েকবার টাকা তোলার চেষ্টার পর এটিএম জালিয়াতির সাথে যুক্ত আন্তর্জাতিক চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ওই দুই জনের মধ্যে হাকান যানবুরকানও রয়েছেন।

জানা গেছে, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় গুলশান-১ নম্বর এলাকা থেকে এটিএম কার্ড জালিয়াতির দায়ে মঙ্গলবার হাকান যানবুরকান এবং মহম্মদ মফিউল ইসলামকে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন মাস ধরে বেতন মিলছে না বিদ্যুত নিগমের কার্য্যালয় ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। বিদ্যুৎ নিগমের অধীনে আড়াই শতাধিক অস্থায়ী কর্মী দীর্ঘ তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। তাতে সংশ্লিষ্ট অস্থায়ী বিদ্যুৎ কর্মীরা আর্থিক দিক দিয়ে চরম সংকটে পড়েছেন। কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার দাবি জানিয়ে তারা ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন না শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বুধবার বনমালী পুর স্থিত বিদ্যুৎ ভবনের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হন ওইসব অস্থায়ী বিদ্যুৎ কর্মীরা। দীর্ঘক্ষণ তারা বিদ্যুৎ নিগমের অফিস ঘেরাও করে ধর্ণা প্রদর্শন করেন। অবশেষে শীঘ্রই বকেয়া বেতনের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলে তারা ঘেরাও প্রত্যাহার করে নেন বলে জানা গেছে।

১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণ অভিযানে প্রথম দিনে পেলেন ৩১৮৫ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণে বিশেষ অভিযানে আজ প্রথম দিনে ৩১৮৫ জনকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। তিন দিনের এই বিশেষ টিকাকরণ অভিযানে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৭৬০ জনকে টিকা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তাতে, আগামী দুই দিনে ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৭৫ জনকে টিকা প্রদান করতে হবে।

ত্রিপুরায় ৭৩৪টি বিদ্যালয়ে ১৯ থেকে ২১ জানুয়ারি টিকাকরণের বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। জেলা ভিত্তিক হিসেবে পশ্চিম জেলায় ২৩৭টি, ধলাই ৬২টি, গোমতী জেলায় ৫২টি, খোয়াইতে ৬৪টি, উত্তরে ১২০টি, সিপাহীজলায় ১২৪টি, দক্ষিণে ২৫ এবং উনকোটি জেলায় ৫০টি বিদ্যালয়ে চলছে এই টিকাকরণ কর্মসূচী।

স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী আজ টিকাকরণের বিশেষ অভিযানের প্রথম দিনে ধলাই জেলায় ১০৫ জন, গোমতি জেলায় ৩১৭ জন, খোয়াই জেলায় ৫৩৬ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩৭২ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৪৭৩ জন, দক্ষিণ জেলায় ২১৭ জন, উনকোটি জেলায় ৪৫৮ জন এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় সর্বাধিক ৭০৭ জনকে কোভিডের টিকা প্রদান করা হয়েছে। ত্রিপুরায় মোট ২ লক্ষ ১৩ হাজার যোগ্য ছেলেমেয়ে টিকা পাবে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে করোণা সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকাকরণ কর্মসূচি জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। রাজ্য সরকার স্কুল পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের টিকাকরণের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ককবরক লাইব্রেরী গড়ে তোলা হলেও পাঠক নেই, আক্ষেপ এডিসির মুখ্য নির্বাহী সদস্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। খুমলুঙয়ে ককবরক লাইব্রেরী গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু ককবরক পাঠক এখানে এসে বই পড়েন না। বুধবার ককবরক দিবস উপলক্ষ্যে নুউাই অডিটোরিয়ামে ককবরক ভাষা বিষয়ক এক আলোচনাচক্রে আক্ষেপ করে একথা বলেন টিটিএএডিসি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া। তাঁর কথায়, ককবরক ভাষাকে আরও উন্নত করতে যুব সমাজকে বেশি করে এগিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ককবরক দিবস উপলক্ষ্যে কোভিড-১৯ বিধি মেনে ককবরক দপ্তরের উদ্যোগে দুইদিন ব্যাপী ককবরক সাহিত্য সভার আজ ছিল অন্তিম দিন। এই উপলক্ষ্যে নুউাই অডিটোরিয়ামে ককবরক ভাষা বিষয়ক এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য কমল কলই। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা, মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সি. কে. জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী সদস্য চিত্তরঞ্জন দেববর্মা। স্বাগত ভাষণ রাখেন শিক্ষা দপ্তরের প্রধান আধিকারিক অমরদ্বীপ দেববর্মা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ককবরক দপ্তরের প্রধান আধিকারিক বিনয় দেববর্মা।

আজকের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন ফোক মিউজিক কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। ককবরক ভাষায় সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক রচনায় বিশেষ অবদানের জন্য ২০২১ রাধামোহন ঠাকুর স্মৃতি পুরস্কার দেয়া হয়েছে অমূল্যরতন জমাতিয়া এবং অলিন্দ্র ত্রিপুরা স্মৃতি পুরস্কার দেয়া হয়েছে জয়ন্তী কলইকে। অমূল্যরতন জমাতিয়ার হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্নচন্দ্র জমাতিয়া। জয়ন্তী কলইর হাতে পুরস্কার তুলে দেন শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী সদস্য চিত্তরঞ্জন দেববর্মা। পুরস্কার হিসেবে মানপত্র এবং ১০ হাজার টাকার চেক এডিসি প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদেরকে দেয়া হয়েছে।

এডিসির মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বলেন, আর্থিক সংকটের কারণে ককবরক ভাষা একাডেমী এবং ককবরক দপ্তরের উন্নয়নে কাজ করা যাচ্ছে না। ককবরক লাইব্রেরী গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু ককবরক পাঠক এখানে এসে বই পড়ে না। তাঁর কথায়, ককবরক ভাষাকে উন্নত করতে যুব সমাজকে আরও বেশি করে এগিয়ে আসার প্রয়োজন। নব প্রজন্মকে লেখালেখিতে এগিয়ে আসতে হবে। তাঁর আক্ষেপ, ককবরক ব্লগ, ইউটিউব, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন এখনও ব্যাপকতা লাভ করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১০৫ ▫ ২০ জানুয়ারি ২০২২ ইং ▫ ৬ মাঘ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

মতভেদের উর্দ্ধে উঠিয়া গোটা বিশ্ব জুড়িয়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি হইয়া উঠিয়াছে। জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে গোটা বিশ্বে জনবিস্ফোরণ ঘটিবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। বিশ্ব নেতৃত্বের এ বিষয় নিয়া মনোনিবেশ করা জরুরি। জাতীয় বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে বড় আতঙ্কের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে পরমাণু যুদ্ধ। সে কারণেই বিশ্ব নেতৃত্ব বলিতেছেন যত মতানৈক্যই হোক, যত বিবাদই থাকুক, পরমাণু যুদ্ধ কোনওঅবস্থাতেইনয়। তাহার কারণ, পরমাণু যুদ্ধে জয়লাভ কোনও দেশের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাহা উলটে ধ্বংসের দিকে টানিয়া নিয়া যাইবে বিশ্বকে। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাঁচ দেশ এমনই এক বিবৃতি পেশ করিয়াছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করিতেছেন, শক্তিশালী পাঁচটি দেশের এমন যৌথ বিবৃতি শুধু উল্লেখযোগ্য নয়, বিশ্বের বিরল ঘটনাও বটে।

সম্প্রতি একাধিক বিষয় নিয়া বিশ্বের একাধিক দেশের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হইয়াছে। একদিকে রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলির তীব্র বিরোধ চলিতেছে। ইউক্রেন সীমান্তে বিশাল সেনা মোতায়েন করিয়াছে রাশিয়া। অন্যদিকে, চিনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক কার্যত তলানিতে গিয়া ঠেকিয়াছে। আবার ভারতের সঙ্গে চিনের সম্পর্কটাওভাল জায়গায় নাই। এই পরিস্থিতিতে এই যৌথ বিবৃতি এবং শপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁহাদের মত, এমন শপথ গ্রহণ বিশ্বে শান্তির জন্যঅত্যন্ত জরুরি।উল্লেখ্য, চিনও এই বিবৃতির অংশ। বিবৃতি প্রকাশের পর চিনের সরকারি সংবাদমাধ্যমে দেশের বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে। সেখানে তিনি বলিয়াছেন, ইহার ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হইয়াছে, তাহা খানিকটা হইলেও প্রশমিত হইবে। কোনও দেশই যাহাতে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার না করে, তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। যাহাদের হাতে এই অস্ত্র আছে, তাহারা কখনও এই অস্ত্র ব্যবহার করিবে না। শক্তির প্রদর্শন বন্ধ করিতে হইবে।প্রসঙ্গত, এর আগে পরমাণু সংক্রান্ত এক চুক্তি হইয়াছিল ১৯৭০ সালে। ১৯৬৮ সালে তাহার খসড়া তৈরি হইয়াছিল। সেই চুক্তিতে বিশ্বের ১৯১টি দেশ সই করিয়াছিল। উত্তর কোরিয়া অবশ্য পরে সেই চুক্তি থেকে সরিয়া যায়। চলতি মাসেই পরমাণু অস্ত্র সম্পর্কিত এক বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা ছিল রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য দেশের। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বৈঠক পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সে কথা মাথায় রাখিয়াই নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী দেশ এই বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া মনে করা হইতেছে।

পরমাণু শক্তি গোটা বিশ্বের কাছে এক আতঙ্কের বিষয়। পরমাণু যুদ্ধ হইলে বিশ্বের কোন দেশ তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে না। ইহার ভয়ঙ্কর পরিণতিতে গোটা বিশ্ব ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইবে। মানব জাতির কাছে পরমাণু যুদ্ধ ভয়ঙ্কর বিষয়। পরমাণু যুদ্ধ হইলে যে দেশ পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করিবে সেই দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। প্রাণহানির পাশাপাশি যাহারা বাচিয়া থাকিব তাহারাও পঙ্গুত্বের জীবন যাপন করতে বাধ্য হইবে। স্বাভাবিক কারণেই জানিয়া শুনিয়া পরমাণু যুদ্ধ হলে কোন দেশ তাহার ভয়ঙ্কর রোষানল হইতে রক্ষা পাইবে না। বিলম্বে হইলেও বিশ্বের পরমাণু শক্তিধর দেশ গুলি পরমাণু-যুদ্ধ হইতে নিজেদের বিরত রাখিবার যে ঘোষণা দিয়াছে তাহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা গোটা বিশ্বের কাছে স্বস্তিদায়ক। করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত বিষয়সহ নানাভাবে গোটা বিশ্ব যখন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছে ঠিক সেই সময়ে পরমাণু-যুদ্ধ আতঙ্ক বিশ্ববাসীর কাছে ভয়ঙ্কর। প্রকৃতির নিয়মে জীবজগৎ অগ্রসর হইতেছে। এই অগ্রগমনের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে করোণা ভাইরাস সংক্রমণ সহ বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরমাণু অস্ত্রের হুংকার। করুণা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলার জন্য দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানী সহ সর্বস্তরের বিশেষজ্ঞরা আপ্রাণ চেষ্টা চালায় যাইতেছেন। ইতিমধ্যেই ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টিকা আবিষ্কার হইয়াছে। টিকাকরণের কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।কিন্তু সংক্রমণ একের পর এক তাহাদের চরিত্র বদলাইতেছে। পরিস্থিতি মোকাবেলা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ভয়ঙ্কর সংক্রমণের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন পরমাণু অস্ত্র নিয়া খেলা শুরু করিয়া দিয়াছে তখন ইহা গোটা বিশ্বের কাছেই ভয়ঙ্কর বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরিস্থিতি অনুধাবন করিয়া দেশের পাঁচটি পরমাণু শক্তিধর দেশ পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করিবার বিবৃতি জারি করা খুবই সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই উদ্যোগের পাশাপাশি জনবিস্ফোরণ রুখিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরী। এই শুভ উদ্যোগ ও বোধদয়কে গোটা বিশ্ব স্বাগত জানানো এবং অভিনন্দন জানানো জরুরি।

স্পেনের বৃদ্ধাশ্রমে আগুন লেগে দগ্ধ হয়ে মৃত ৫

মাদ্রিদ, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ার মনকাদায় অবস্থিত একটি বৃদ্ধাশ্রমে গভীর রাতে আগুন লেগে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল ৫ বৃদ্ধের। বুধবার ভোর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্পেনের ওই বৃদ্ধাশ্রমে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। সেই সময় ওই রিটায়ারমেন্ট হোমের সকলেই ঘুমাছিচ্ছেন। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিল্ডিংয়ে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে ওই বিল্ডিং থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আরও ২৫ জনকে। তাঁদের মধ্যে ১১ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়াও ওই বৃদ্ধাশ্রম থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আরও ৭০ জনকে। তবে ঠিক কি কারণে ওই বিল্ডিংয়ে আগুন লেগেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

জার্মানিতে সংক্রমণের হার সর্বোচ্চে, ২৩৯ বেড়ে কোভিডে ১.১৬-লক্ষাধিক মৃত্যু

বার্লিন, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): কোভিড মহামারীর মধ্যে আরও একটি খারাপ দিন কাটল জার্মানিতে। জার্মানিতে একদিনে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১ লক্ষের বেশি নাগরিক, মৃত্যু হয়েছে ২৩৯ জনের। রবার্ট কোচ ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জার্মানিতে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ১২ হাজার ৩২৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৩৯ জনের। জার্মানিতে এই মুহূর্তে ওমিক্রনের জন্যই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। জার্মানিতে এখনও পর্যন্ত ওমিক্রনে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৮,১৪০,৪৪৬ জন। মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১ লক্ষ ১৬ হাজারেরও বেশি। করোনা-মুক্ত হয়েছেন বহু নাগরিক, ইতিমধ্যেই সুস্থতার সংখ্যা ৭,০৯৮,৪০০ জন। নতুন করে যেভাবে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তাতে উদ্বিগ্ন জার্মানির স্বাস্থ্য কর্তারা।

পেশায় আইনজীবী, গোয়ায় আপ-এর মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী অমিত পালেকর

পানাজি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): ভোটের দিন এগিয়ে আসছে গোয়ায়, তার আগে গোয়ায় আম আদমি পার্টি (আপ)-র মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করলেন আপ-এর জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুধবার কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, গোয়া বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হলেন অমিত পালেকর। পেশায় আইনজীবী ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী অমিতের উপরেই ভরসা রেখেছেন কেজরিওয়াল।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আপ-এর জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল এদিন জানিয়েছেন, গোয়ায় আপ-এর মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হলেন অমিত পালেকর। অমিত পেশায় একজন আইনজীবী এবং ভান্ডারী সম্প্রদায় থেকে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষিত হওয়ার পর কেজরিওয়ালের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেন অমিত। প্রসঙ্গত, গোয়ায় ৪০টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে কেজরিওয়াল আম আদমি পার্টি।

ষাটোর্ধ্ব নান্দীকার ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শোভনলাল চক্রবর্তী

বলিউড আর টলিউডের অভিনেতাদের নিয়ে এক প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচ উদ্বোধন করতে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাকে। অজিতেশ বন্দযোপাধ্যায়ের সামনে এসে জ্যোতি বসু বললেন, "আমরা তো পূর্বপরিচিত, তাই না সেই ঘটনার বহু বছর আগেই কলকতায় পা দিয়েছিলেন অজিতেশ। যুবক অজিতেশ নাটক করতে নয়, শহরে এসেছিলেন পড়াশোনার উদ্দেশে। তিনি তখন মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে ইংরেজি অনার্স-এর ছাত্র। অচিরেই বাইরের জগতের বই পড়ার অভ্যাসের সুবাদে ছাত্রাবস্থাতেই নজর কেড়েছিলেন অধ্যাপকদের। কলেজ জীবনেই নাটকের সূত্রপাত ঘটেছিল ঠিকই, পাশাপাশি সেই সময় তার চিন্তার অনেকটাই দখল করে নিয়েছে রাজনীতিও। কলেজ তথা কলেজের বাইরে সক্রিয়রাজনৈতিক কর্মী হয়ে ওঠেন অজিতেশ। যার জেরে কলেজের স্টুডেন্টস ফেডারেশন ছেড়ে তিনি একসময় হয়ে ওঠেন দমদমে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির লোকাল কমিটির সম্পাদক। শুধু গণনাট্য সঙ্ঘ নয়, সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন শ্রমিক সংগঠনেরসঙ্গেও। ইউনিট গড়তে তাকে পাড়ি দিতে হত নিত্যনতুন কারখানায়। আবার মাঝে মাঝে পলাতক' হতেও হত। কখনও বিপক্ষ দলের গুপাদের হাতথেকে বাচতে আবার কখনও বা পুলিশের চোখে ধুলো দিতে। সেই সময় পার্টির এক মিটিংয়ে উত্তর জ্যোতি বসুর সঙ্গে। সাধের সেই পার্টির সাংস্কৃতিক (সেলের সঙ্গেই আবার বিরোধ ঘটেছিল অজিতেশের।

''নান্দীকার'' তখনও আলাদা নাট্যদল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি। সেই সময় "ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ" -এর শাখা হিসাবে কাজ করত নান্দীকার।প্রথম নাটক বাছা হল. ইতালীয় নাট্যকার পিরানদেল্লোর "সিক্স ক্যারোর্স ইন দ্য সার্চ অফ অ্যান অথর"-এর বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক বন্ধ রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত সে নাটকের নাম রাখলেন নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র'। নাটক মঞ্চস্থ হবে বলে সব ছিক, হঠাৎ গণনাট্য সঙ্ঘ নেতৃত্বের একাংশ বাদ সাধলেন। আপ্তি মূল নাটকারকে নিয়ে। আসলে লিইউজি প্রকাশ্য সমর্থক। সঙ্ঘের সাফ নির্দেশ ছিল, এহেন নাট্যকারের নাটক কোনও দল করতে পারবে না। সঙ্ঘ নেতৃত্বের সে ফতোয়া খপাতে পাল্টা যুক্তি দিলেন অভিতেশ তথা নান্দীকার। তাদের যুক্তি ছিল, এ নাটকে বঞ্চিত মানুষের ভাঙাচোরা জীবনেরই কথা রয়েছে। এতে বিতর্কের মীমাংসা তো হলই না, বরং নাটক ঘিরে গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে নান্দীকার ও সক্রিয় থাকল না। ১৯৬০ সালের ২৯ জুন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আরও কয়েকজন সমমনোভাবাপদের নিয়ে স্বতন্ত্র সত্তায় আত্মপ্রকাশ করল স্বাধীন নাট্যদল নান্দীকার। এরপর অজিতেশের নির্দেশনায় নান্দীকার একের পর মঞ্চসফল প্রযোজনা করেছে, যেমন "ঞ্জরী আমের মঞ্জরী" "যখন একা" নানা রঙের দিন', "তিন পয়সার পালা', "শের আফগান", "ভাল মানুষ" ইত্যাদি নির্দেশনার পাশাপাশি নাটকের গান তৈরি করা ও সে গানের সুরও দিয়েচেন অজিতেশ। বিদেশি নাটকের আত্মীকরণের পাশাপাশি চলতে থাকে মৌলিক নাটক লেখাও। ইংরেজি অনার্সের ছাত্র অজিতেশ প্রথম জীবনে কিছুকাল বাগুইআটির হিন্দু বিদ্যাগীঠ ক্লাসরুমের বদলে মঞ্চের মাধ্যমে বাঙালিকে ইয়োরোপীয় আধুনিক নাটকের দীক্ষা দেওয়ার শপথ নিয়েছিলেন। তাই অজিতেশের হাতের ছোঁয়ায় (বিদেশে বসে লেখা, সে দেশের পটভূমিতে রচিত বিভিন্ন নাটক হয়ে উঠত যেন বাংলার ঘরের নাটক। ভিন্ন দেশ-কাল-পরিবেশ-পরিস্থিতি-পাত্রপাত্রী সবই যেন হয়ে উঠত একান্ত ভাবে বঙ্গজ। ব্রেখট, ইবসেন, চেখভ, পিরানদেল্লো, ওয়েস্কার, পিন্টার-বিশ্ব নাট্য জগতের দিকপালদের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এক কথায়, অজিতেশ তাদের নাটকের অনুবাদ নয়, সগুলির বঙ্গীয়করণ রূপই উপস্থাপন করতেন মঞ্চে। ১৯৭৭-এ "সাংগঠনিক কারণে' নিজেরই সৃষ্টি করা নান্দীকার ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ওই বছরের ৯ সেপ্টেম্বর তিনি গঠন করলেন নতুন নাটকের দল, "নান্দীমুখ"। প্রথম দিকে সেখানে নান্দীকারের মঞ্চস্থ করা অজিতেশের পুরনো নাটকগুলিই মঞ্চস্থ করতে থাকে নতুন নাট্যদল। বাংলা মঞ্চে উৎপল-শম্ভ পরবর্তী যুগের আধুনিকতার নতুন ভগ্নীরথ অজিতেশ। অভিনয় শিল্পের প্রতিটি মাধ্যমেই কাজ করেছেন তিনি। মঞ্চ নাটকে তিনি অবিসংবাদিত ছিলেনই, পাশাপাশিবাংলা চলচ্চিত্র এবং যাত্রাশিকও সমৃদ্ধ হয়েছে তার অভিনয়ে। চলচ্চিত্রেও তিনি তারকা হয়ে উঠেছিলেন, বিশেষত খলনায়ক চরিত্রগুলিতে। বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে মোট ৬৩টি চলচ্চিত্র অভিনয় করেছেন অজিতেশ। আবার বেতারেও তুমুল জনপ্রিয় হয়েছে তার তামাকু সেবনের অপকারিতা। খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, অজিতেশ রাজনীতি আর সংস্কৃতিকে কোনও দিনই একাসনে বসাতে পারেননি। বা ইচ্ছা করেই এ দুয়ের মধ্যে সচেতন একটি দুরত্ব রেখে চলতে চেয়েছিলে। তিনি থিয়েটারে রাজনৈতিক উপাদান প্রয়োগ করেছেন খুবই সচেতন ভাবে। উচ্চকিত রাজনৈতিক স্লোগান "দিয়ে তাই অজিতেশের নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে না।

বরং তার নাটক এক স্থিরতর রাজনৈতিক এবং মানবিক মূল্যবোধের সামনে দর্শককে দাঁড় করায়। এই কারণেই গণনাট সম্পর্কে অজিতেশ অনুৎসাহিত হয়েছিলেন। গণনাট্যের প্রতিটি ধ্যান ধারণাকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা তার মতো মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা থাকা সত্বেও সব বিষয়ে সহমত হতে না পারার জেরে অনেকে তাকে "দক্ষিণপন্থী" ধ্যান ধারণার মানুষ বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। এর জেরে এমন এক অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয় যে অজিতেশকে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয়। "বহুরূপী" পত্রিকায় ব্রেখটের সঙ্গে পরিচয়ের আদিপর্ব প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'আমি লক্ষ করেছি যাঁরা পার্টির সদস্যপদ নেন তারা পার্টির সুবিধাগুলো (ভোগ করেন, কষ্টগুলো নয়"। এর থেকে বোঝা যায় কিছুটা আক্ষেপ তার মধ্যে কাজ করছিল। অজিতেশ মনে করতেন পার্টিকে ভালবাসলে তার সমালোচনা করতে হবে। প্রয়োজনে নির্ভীক হয়ে সমালোচনা করতে হবে। কিন্তু সমালোচনা করলেই একাংশের কাছে সুবিধাবাদী, বুর্জোয়া ইত্যাদি অভিধা পেতে হয়। পার্টির শৃঙ্খল ছেড়ে অজিতেশ স্বতন্ত্র ভাবে নাট্যচর্চা করলেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পার্টিকে অন্তর থেকে ভালোবেসেছিলেন।

শম্ভু মিত্রের মতোই অজিতেশেরও বিশ্বাস ছিল বিশ্বের সব জ্ঞান ও শিক্ষণীয় বিষয়ের মেলবন্ধনেই সৃষ্টি হয় থিয়েটার নামক মহৎ শিল্প। তাই তিনি একদিকে, যেমন বিভিন্ন বিদেশি নাটকের অনুবাদ করেছেন অন্যদিকে, ঠিক তেমনই সেই অনুবাদের মধ্যে নিয়ে এসেছেন বাংলার মাটির গন্ধ। তাই চেকভের "দ্য সওয়ান সং" অবলম্বনে "নানা রঙের "দিন" নাটককে তিনি উপস্থাপিত করেন ভারতীয় প্রেক্ষিতে। চেকভের তৈরি "চেরি ভর্চার্ড" অবলম্বনে অজিতেশ যখন লিখলেন " মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' তখন সেখানে যে মধ্যবিত্ত সমাজের কথা শোনা যায় তারা কেউই রাশিয়ান নন, বরং ভারতীয় জীবন থেকে তুলে আনা জীবন্ত চরিত্র। এই নাটকে ঝাড়খণ্ডী উপভাষাকে ব্যবহার করে বাঙালি সামন্ততান্ত্রিক জীবনব্যবস্থাকে তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে। ১৯৭০-এ ব্রেখট-এর 'প্রি পেনি অপেরা' অবলম্বনে তিনি যখন 'তিন পয়সার পালা' রচনা করলেন তখন বিদেশি কাহিনিতে উঠে এল আমাদের সমাজের অতীতের বাবু কালচার। সদাগরের নৌকাতে প্রসন্নরূপী অজিতেশ তিন দেওয়ালের একটা ঘর তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এভাবেই কাজ, এগিয়ে চলছিল। কিন্তু অনেক কাজ বাকি থাকা সত্ত্বেও মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে তাকে চলে যেতে হয়। বাংলা নাটক, যাত্রা ও সিনেমায় তিনি যে অবদান রেখে গিয়েছেন তার সম্পূর্ণ মূল্যায়ন করতে এখনও বহুদূর যেতে হবে আমাদের।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কৃষিপণ্য বাজারের সংস্কার

গৌতম ভট্টাচার্য

প্রায় এক বছর আন্দোনকারীদের সঙ্গে টানাপোড়েনের পর নরেন্দ্র মোদি সরকার সংসদের তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নিলে স্বাধীন ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় না মা দলগুলি এবং এই পিছিয়ে আসায় যারপরনাই আনি অন্যদিকে শাসক দল কিছুটা বিড়ম্বিত হলেও, আসন্ন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের অঙ্ক মাথায় রেখে সেই বিড়ম্বনা হজম করে নিতে অ-রাজি নয়। কিন্তু এ তো গেল রাজনীতির কথা, এইত্তবিষয়টিতে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, সেই কৃষি অর্থনীতির পণ্ডিতরা, যারা জীবনভর গবেষণা করছেন বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে ভারতের কৃষিপণ্যের বাজার, কৃষিতে বিনিয়োগ না হওয়ার কারণ প্রভৃতি বিষয়ে- তারা ঠিক কী ভাবছেন, সেটা কিন্তু শুনতে গেলে কান পাততে হচ্ছে।

কৃষিআইন তিনটি লাগু হলে, ১৯৯১ সালে নরসিমা রাও সরকারের অর্থনীতির উদারীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করার পর সংস্কারের দিক থেকে হয়ত সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হতে পারত। কিন্তু সরকারের এই পিছিয়ে আসা দেশের কৃষি-অর্থনীতির সংস্কারকে বোধহয় তিন দশক পিছিয়ে দিল।

অথচ এই ধরনের সংস্কারের যে প্রয়োজন সেটা অনেক রাজনৈতিক দলই বলেন, নির্বাচনের আগে তাদের ম্যানিফেস্টোতেও তার উল্লেখ থাকে এবং রাহুল গান্ধির কংগ্রেস পার্টিও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারতে কোনো না কোনো কাজে নিযুক্ত হওয়া মানুষের ৪২.৭ শতাংশ সরাসরি যুক্ত, অথচ দেশের সামগ্রিক আয়ে কৃষির ভাগ মাত্র ১৫শতাংশ। হেক্টর-প্রতি সারের ব্যবহার ভারতে (১৪৯ কিলো), চিন (৯৯.৩ কিলো) বা ফ্রান্স (১০৬১ কিলো) থেকে অনেক বেশি অথচ উৎপাদনশীলতা অনেক কম। প্রতি হেক্টর জমিতে যেখানে ফ্রান্সে (৭,৮০১ কিলো) বা চিনে (৫,৩৯৩ কিলো) গম উৎপাদন হয়, ভারতে হয় মাত্র ২৭৫০ কিলো। চিনে সব ধরনের কর্মীর মধ্যে কৃষিকর্মীর শতাংশ ১৭.৫ - ভারতের অনেক কম। কেন এই বৈষম্য? যদি ভর্তুকিতে ইউরিয়া-বিদ্যুৎ দিলে আর ফসলের ন্যনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করলেই (যেটা আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবি) সমস্ত সমাধান হত তবে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও প্রতিবেশী চিন বা ব্রাজিলের তুলনায় আমাদের উৎপাদনশীলতা এত কম কেন হবে সেটা কি ভাববার বিষয় নয়? শুধুই ভোটের রাজনীতি কি এই সমস্যার সমাধান করে দেবে? কেন কৃষিতে বা খাদ্য- প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিনিয়োগের এত অভাব, কেন কৃষককে আত্মহত্যা করতে হচ্ছে, সেটা কি আমাদের ভাবাবে না?

প্রত্যাহার করা প্রথম আইনটিতে বলা হয়েছিল যে, কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি যারা নাকি কৃষিপণ্যের বাণিজ্য করেন, সরাসরি কৃষকদের থেকে ফসল কিনতে পারবেন। এই আইনে আন্দোলনকারীরা সিঁদুরে মেঘ দেখলেন। অভিযোগ করা হল যে, এই আইন লাগু হলে নাকি মুহূর্তের মধ্যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এমএসপি) কৃষিপণ্য সংগ্রহের সরকারি ব্যবস্থা এপিএমসি) অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে এবং কৃষকরা আর ন্যায্যমূল্যে ফসল বেচতে পারবেন না। এখন দেখা যাক বর্তমানে ফসল কীভাবে বাজারজাত হয় এবং এগিএমসি কতটা প্রাসঙ্গিক। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (NSS 70 Round) থেকে দেখাযাচ্ছে যে ধানের ক্ষেত্রে মোট বাজারজাত ফসলের ৬৪শতাংশ কিনে নেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এবং ১২ শতাংশকেনেন কৃষি উপকরণের ব্যবসায়ীরা ও অন্যান্যরা। মান্ডিতে বিক্রি হয় মাত্র ১৭শতাংশ এবং সমবায় ও সরকারি সংস্থানের কাছে ৬ শতাংশ। গমের ক্ষেত্রে ৪৮ শতাংশ বিক্রি হয় মান্ডিতে এবং ১৯ শতাংশ মবায় ও সরকারি সংস্থার কাছে, বাকিটা ব্যবসায়ীদের কাছে। মুগডালের ক্ষেত্রে ৭৯ শতাংশ, আলুর ক্ষেত্রে ৭৩ শতাংশ ভুট্টার ক্ষেত্রে ৬৩ শতাংশ কিনে নেন। এখন নতুন আইনের বলে যদি দেশের যে কোনো কৃষিপণ্য-বাণিজ যুক্ত প্রতিষ্ঠানের যে কোনো জায়গা থেকে ফসল কেনার অধিকার হত, তাহলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতার মুখে পড়তেন। এনারাই আবার গ্রামে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের ক্ষেত্রে মহাজনের ভূমিকাও পালন করেন। এই আন্দোলনের ধারক ও বাহক ছিলেন পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের এই স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। নতুন আইন লাগু হলে সাধারণ চাষিরা আরেকটু ভালো দাম পেতেন কিনা বা ক্রেতারা আরেকটু সস্তায় জিনিস পেতেন কিনা সেই বিচার গৌণ।

প্রত্যেক বছর কেন্দ্রীয় সরকার ২৩টি ফসলের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করলেও সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে মূলত ধান ও গম এবং কিছু রাজ্যে চিনি ও তুলা সংগ্রহীত হয়। রাজ্যগুলো আবার সহায়ক মূল্যের অতিরিক্ত বোনাস ঘোষণা করে কিছুটা বাড়তি দামে ফসল সংগ্রহ করে। বর্তমান খরিফ মরশুমে যেমন সাধারণ মানের ধানের জন্য কেন্দ্র কুইন্টাল প্রতি সহায়ক মূল্য ১৯৪০ অপরে ২০ টাকা যোগ করে ১৯৬০ টাকায় ধান সংগ্রহ করছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে মোট বিক্রির সাপেক্ষে কৃষকরা মাত্র ১৪ শতাংশ ধান এবং ৩৫ শতাংশ গম সরকারি সংস্থাকে বিক্রি হয়। যদিও এই শতাংশটা অনেক বেশি পাঞ্জাব, হরিয়ানা ক্ষেত্রে। তাই ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিয়ে মাথাব্যথা যতটা

> প্রত্যেক বছর কেন্দ্রীয় সরকার ২৩টি ফসলের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করলেও সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে মূলত ধান ও গম এবং কিছু রাজ্যে চিনি ও তুলা সংগ্রহীত হয়। রাজ্যগুলো আবার সহায়ক মূল্যের অতিরিক্ত বোনাস ঘোষণা করে কিছুটা বাড়তি দামে ফসল সংগ্রহ করে।

পাঞ্জাব-হরিয়ানার, অবশিষ্ট ভারতের ক্ষেত্রে ততটা নয়। সমগ্র ভারতে স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই ফসলের সিংহভাগ কিনে নেন। সরকারি সংগ্রহ সংস্থাকে বিক্রি করতে হলে কৃষককে ট্রাকে করে ফসল নিয়ে যেতে হবে একশো কিমি দূরের মান্ডিতে। মান্ডিতে ফি ছাড়াও কমিশন-এজেন্টদের দিতে হয় তাদের প্রাপ্য। পাঞ্জাব-হরিয়ানার বাইরে সিংহভাগ কৃষকই তাই ১৪০০ টাকায় বাজার মূল্যে মহাজন-কমিশন এজেন্টদের ফসল বিক্রি করে দেন, যদিও সরকারি সংগ্রহ ব্যবস্থায় দাম নির্ধারিত ১৯৬০ টাকা। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ননতম সহায়ক মূল্যকে আইনিরূপ দেবার দাবিটা কতটা অসার এবং সাধারণ কৃষকের জীবনের সঙ্গে এহেন দাবিরযৌক্তিকতা কতই ক্ষীণ! বদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যেসমস্ত ধান-গম কিনে ফেললেন, তাহলে সেটা নিয়ে করবেন কি? বিদেশে সেই ফসল বিক্রি করতে গেলে যে আবার ভর্তুকির দরকার হবেত্ত কেননা আন্তর্জাতিক বাজারে ফসলের মূল্য যে সহায়ক মুল্যের থেকেও কম!

কোনো কোনো রাজ্য সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ওপর বোনাসটা খুব বেশি পরিমাণে দেন। ২০২০-২১ সালে ছত্তিশগড় সরকার প্রতি কুইন্টাল ধান ২৫০০ টাকায় সংগ্রহ করার কথা ঘোষণা করে। উদ্দেশ্যটা সাধু, রাজ্যের কৃষকদের কিছুটা সুরাহা দেওয়া। কিন্তু কে বলতে পারেন অন্য রাজ্যে সেই কমিশন এজেন্টরা ১৪০০ টাকায় ধান কিনলেন, চোরাগোপ্তা পথে তারা সেই ধান ছত্তিশগড়ে নিয়ে গিয়ে সরকারি সংগ্রহ- ব্যবস্থায় বিক্রি করবেন না? তাহলে বোঝা যাচ্ছে স্থিতাবস্থা বজায় থাকলে বা আরো শক্তিশালী হলে লাভের গুড় সাধারণ কৃষকের কাছেও যাবে না, উপভোক্তার কাছেও যাবে না- সেটা যাবে মধ্যসত্বভোগীদের কাছেই। তারা চাইবেন না সাধারণ কৃষক ডাল, ভোজাতেল বা ফলের চাষ করুন (যদিও ভারতকে এই সমস্ত পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়), কেননা তাতে কমিশন- এজেন্টদের লাভের ভাগ কম। কৃষি- অর্থনীতির অধ্যাপিকা অপরাজিতা মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন (২০২১) সারা দেশে যখন শস্য-বৈচিত্রের সুচক বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাঞ্জাব তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়ছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আড়ালে ধান-গমের চাষে মহাজন-ব্যবসায়ীদেরই পোয়াবারো, বজায় রাখতে। কৃষি-অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রমেশ চাদ দেখিয়েছেন পাঞ্জাবে প্রত্যেক কৃষিপণ্যের বাজারে প্রায় ২২,০০০ কমিশন এজেন্ট ও অগস্তি মহাজন ব্যবসায়ী আছেন। এনারা অতি উচ্চহারে কমিশন বসিয়ে কৃষকের আয়ের বড় অংশই নিয়ে নেন। এই ভাগ্যবানদের কাছে কৃষি বাজার এখনকার মতো অসংগঠিত থাকাই বাঞ্ছনীয়, সংস্কার আবার কেন? যদি বলা হয় কৃষক ফসল যেখানেই বিক্রি করুন না কেন, তার ফসলের ভর্তুকির পরিমাণের অংশ সরকার সরাসরি ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দেবেন, তাতেই বা কমিশন-এজেন্ট-মহাজন-ব্যবসায়ীর লাভ কি?

দ্বিতীয় আইনটিতে বলা হয়েছিল, যে কৃষক পণ্যপ্রক্রিয়াকরণ সংস্থার সঙ্গে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে চুক্তি করতে সমর্থ হবেন এবং চাষ শুরু হওয়ার আগেই স্থির করা দামে কৃষক ওই সংস্থাকে নিদিষ্ট পরিমাণে কৃষিপণ্যটির জোগান সুনিশ্চিত করবেন। সংস্থাটি কৃষককে বীজ, চাষের প্রয়োজনের যন্ত্রপাতির জোগান দেবেন। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন রাজ্যে সবজি বা ফলমূলের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা অনেকদিনই চালু আছে। নতুন আইনে এই ব্যবস্থাকে অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও চালু করার কথা বলা হয়। আন্দোলনকারীরা বললেন এটা নাকি ভারতের কৃষি ব্যবস্থাকে কর্পোারেটের হাতে তুলে দেওয়ার একটা ফন্দি মাত্র। অভিযোগটা করার আগে একবারও কি ভাবব না, কেন হুগলির আলু চাষিরা বর্তমান ব্যবস্থায় কিলোপ্রতি ৬ টাকাও পান না, যখন কিনা টালিগঞ্জে আমরা আলু কিনি ২৫ টাকা কিলো দরে? চুক্তি চাষে কৃষকরা ন্যাধ্য দাম পাবেন কিনা, তার কাজের অনিশ্চয়তা কমবে কিনা সেই সব কি বিতার্য নয়?

তৃতীয় আইনটিতে বলা হল, খাদ্যশস্য, ডাল, ভোজ্যতেল,আলু পেঁয়াজ প্রভৃতির ক্ষেত্রে মজুত, কেনা বেচা, চলাচলে আর কোনো বাধানিষেধ থাকবে না, বিশেষ বিশেষ ব্যতিকক্রমী ক্ষেত্র বাদে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেলন এর ফলে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে যুক্ত কর্পোরেট সংস্থারা গুদামঘর, কোল্ড-স্টোরেজ প্রভৃতিতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে পারেন। আন্দোলনকারীরা বললেন এতে মজুতদারি বাড়বে, জিনিসপত্রে দাম বাড়বে। কী হত সেটা সময়ই বলতে পারত, কিন্তু আন্দোলনকারীরা যে সরকারের সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা না কারর জেদ ধরল, তাতে একটা সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল।

তবে আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা যেভাবে প্রায় এক বছর আন্দোলনটিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন, সে থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। প্রথমত আন্দোলনের রাশ বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। এতে আন্দোলনের মর্যাদা বাড়ে। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের সঙ্গে এমএসপি-কে আইনি স্বীকৃত দোর দাবিটা যুক্ত করে নেতারা, পাঞ্জাব-হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের সাধারণ কৃষকদেরও সহানুভূতি পেলেন। আন্দোলনকারীরা কির্পোরেটের সরকার এই স্লোগান তুলে সাধারণ কৃষকের মনেও একটা ভয়ের সঞ্চার করতে পেরেছিল, যেই ভয়টা স্থানীয় ব্যবসায়ী বা মহাজনের ওপর ভয়ের তুলনায় অনেকটাই অচেনা। অন্যদিকে সরকার বলদর্গী হয়ে, প্রায় বিনা হোমওয়ার্কেই, বিরোধী এমনকী এনডিএ-র অন্য শরিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা ছাড়াই এতবড় একটা পরিবর্তনের চেষ্টা করল, যেটা দেখে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের সিঙ্গুরে অনিচ্ছুক কৃষকদের থেকে জবরদস্তি করে জমি অধিগ্রহণের কথা মনে করিয়ে দিল। ফলে যা হবার তাই হল, যেই আইন ভবিষ্যতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারত, সেখান থেকে তিন পা পিছোতে হল সরকারকে। কৃষিপণ্যের বাজারের সংস্কারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বর্তমান সরকার রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে : জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। বর্তমান সরকার রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই সরকারের প্রায় চার বছরের সময়ে জনজাতিদের অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নানা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এরমধ্যে আগরতলা বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন করে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর করা হয়েছে। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জন্মদিনকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী গড়িয়া পূজায় দুদিন সরকারি ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আজই গণ্ডাছড়া ও আঠারোমুড়ার নাম পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ৪৪তম রাজ্যভিত্তিক ককবরক সাল-২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া।

আজ বিকেলে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যভিত্তিক ককবরক সাল-২০২২ উদযাপনের দ্বিতীয় পর্বে উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে ককবরক ভাষাভাষি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, মেধাবী পড়ুয়া, ক্রীড়াবিদ সহ বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বাংলার পাশাপাশি ককবরককেও রাজ্য ভাষা হিসেবে সরকারিভাবে স্বীকৃতি শুধু ত্রিপুরাতেই নয় প্রতিবেশি বাংলাদেশ, আসাম, নাগাল্যান্ড সহ কয়েকটি জায়গায় কিছু অংশে ককবরক ভাষাভাষি মানুষ রয়েছেন। সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হলেও ককবরক ভাষার সার্বিক মানোন্নয়নে আরও কিছু বাস্তবিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এজন্য ককবরক ভাষি বুদ্ধিজীবী ও তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ককবরক ভাষা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক ড. অতুল দেববর্মা। অনুষ্ঠানে তিনি ককবরক ভাষার সার্বিক বিকাশ ও প্রেক্ষাপট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব পুনিত আগরওয়াল ককবরক ভাষার উন্নয়নে রাজ্য সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা আনন্দহরি জমাতিয়া, প্রশাসনিক আধিকারিক নগেন্দ্র দেববর্মা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য পুরস্কার দেওয়া হয় বিকাশ রায় দেববর্মাকে। তাঁর হাতে শাল, মানপত্র, মারক সহ ১৫ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার তুলে দেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। ককবরক সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য রাধামোহন ঠাকুর মাণিক্য পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় অসিত দেববর্মাকে। অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরা মাণিক্য পুরস্কার দেওয়া হয় বিশিষ্ট ককবরক লেখক অজিতা ত্রিপুরাকে। মহেন্দ্র দেববর্মা মাণিক্য পুরস্কার প্রদান করা হয় বিশিষ্ট শিল্পী উষা দেববর্মাকে। লোকসঙ্গীতে সম্মাননা প্রদান করা হয় বিশিষ্ট লোকশিল্পী বিশু কুমার দেববর্মাকে। লোকসঙ্গীত মাণিক্য সম্মাননা প্রদান করা হয় লোকসঙ্গীত গবেষক কপাসিন্ধু জমাতিয়াকে। আধুনিক ককবরক সঙ্গীতে বিশেষ অবদানের জন্য মডার্ন মিউজিক সম্মানে সম্মানিত করা হয় প্রয়াত বিমল দেববর্মার পরিজনকে। ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মানিত করা হয় কিক ব'র অজিত দেববর্মাকে। লোকনৃত্যে বিশেষ অবদানের জন্য প্রয়াত সুবোধ দেববর্মাকে বেস্ট অব ফোক ডান্স এ'ওয়ার্ড সম্মান দেওয়া হয়। তাদের প্রত্যেকের হাতে আর্থিক পুরস্কার সহ শাল, মানপত্র ও মারক তুলে দেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণ। তাছাড়াও মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে সেরা ককবরক ভাষি মেধাবী পড়ুয়াদের পুরস্কার ও সম্মান প্রদান করা হয়। সম্মাননা অনুষ্ঠানের পর বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

বুধবার সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্য কমিটি শহিদ দিবস পালন করেছে আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

গুয়াহাটিতে শুরু বৈঠাখালের থ্যালাসেমিয়া রোগক্রান্ত শিশুকন্যার চিকিৎসা, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ পরিবারের

গুয়াহাটি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যের মুখ্যকমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নির্দেশে থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি এলাকার বৈঠাখালের শিশুকন্যা ঈশানীকে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্যর অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে আসা হয়েছে গুয়াহাটিতে। জটিল রোগে আক্রান্ত শিশুকন্যার উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাতর আহ্বান জানিয়েছিলেন তার চা শ্রমিক-বাবা টনি কোতলার এবং মা সুমিত্রা কোলার। তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেওয়ায় ১৩ মাসের শিশুকন্যা ঈশানীর বাবা-মা এবং বাগানের মানুষ মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সম্পূর্ণ সরকারি খরচে মা ও বাবার সঙ্গে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুটিকে নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার বৈঠাখাল থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল স্বাস্থ্যই বিভাগের স্পেশাল অ্যাম্বুলেন্সটি। আজ বুধবার সকালে ঈশানীকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (জিএমসিএইচ)-এ ভরতি করা হয়েছে। জিএমসিএইচ-এ তার যাবতীয় কাগজপত্র এবং শারীরিক সমস্যাববলি পরীক্ষা করেছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। জানা গেছে, শনিবার পর্যন্ত জিএমসিএইচ-এ রেখে পর্যবেক্ষণ করে উন্নত চিকিৎসার জন্যব তাকে বিমানে পাঠানো হবে চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মাস-কয়েক আগে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়ার মাকুন্দা হাসপাতালে ঈশানী থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত বলে ধরা পড়েপছিল। এর পর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মুম্বাইয়ের হাজিআলি রোডের এনআরসিসি বেসরকারি হাসামপাতালে। সেখানে এই রোগের চিকিৎসার জন্য প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকার প্রয়োজন বলে জানানো হলে শিশুটির বাবা ফিরে আসেন। দরিদ্র এই পরিবারের অসহায় বাবা-মা সহ তাদের আত্মীয়-স্বজনরা দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েন। পরে তারা মেয়েটির চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক নেতা সহ এলাকার জনগণের কাছে আর্থিক সাহায্যের কাতর আর্জি জানান। তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে মুম্বাইয়ের কেটো নামের একটি বেসরকারি সংস্থা অনলাইনের মাধ্যমে ঈশানীর জীবন বাঁচনোর জন্য তহবিল সংগ্রহ অভিযানে নামেট। কিন্তু এত টাকা তারাও জোগাড় করতে সক্ষম হয়নি। ইত্যবসরে এই খবর যায় অসমের মুখ্যামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবার ছোট্ট ঈশানীর চিকিৎসা যথাযথ হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিশালগড় এবং চড়িলাম ব্লকে ইন্ডাকশন স্টোভ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ জানুয়ারি।। বুধবার বিশালগড় ব্লকের অধীন লেম্বুতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের আপনজন এস এইচ জি ভিলেজ ফেডারেশনের ১৮ জন মহিলার হাতে, ইন্ডাকশন স্টোপ তুলে দেওয়া হয়। ত্রিপুরা রোরাল লাইভলিহুড মিশনের ত্রিপুরা সরকারের পাইলট প্রজেক্ট এর মাধ্যমে বিশালগড় ব্লকের মোট ২০০ জন স্ব সহায়ক দলের মহিলাদেরকে বিদ্যুতের ইন্ডাকশন স্টোপ গুলি বিতরণ করা হবে। বুধবার এই কর্মসূচীর অংশ হিসাবে বিশালগড় ব্লকের লেম্বুতলি গ্রাম পঞ্চায়েতে আপনজন এসএইস জি ভিলেজ ফেডারেশন এ ১৮ জন মহিলার হাতে ইন্ডাকশন স্টোপ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন ছন্দা দেববর্মা, বিশালগড় ব্লক আধিকারিক অরূপ কর্মকার, টি আর এল এম কো-অর্ডিনেটর সহ স্ব সহায়ক দলের মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। বিশালগড় ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন ছন্দা দেববর্মা বলেন বিশালগড় ব্লকের মোট ২০০ জন স্ব সহায়ক দলের মহিলাকে এই ইন্ডাকশন স্টোপ দেওয়া হবে সেই কর্মসূচির বুধবার বিশালগড় ব্লকের কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের লেম্বুতলি আপনজন ভিলেজ ফেডারেশন এর১৮ জন মহিলার হাতে দিয়ে সূচনা করা হয়। অন্যদিকে চড়িলাম ব্লকের লালসিংমুড়া তপন স্মৃতি কমিউনিটি হলে স্ব সহায়ক দলের মহিলাদের মধ্যে ইন্ডাকশন স্টোপ বিতরণ করা হয়। ভারতমাতা ভিও উদ্যোগে ত্রিপুরা সরকারের একটা পাইলট প্রজেক্ট এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম ব্লক এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান রাজকুমার দেবনাথ, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, চড়িলাম ব্লক আধিকারিক জয়দীপ চক্রবর্তী, ভারতমাতা ভিও সভানেত্রী মিষ্টু শীল, লালসিংমুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিঠু রানী দেবনাথ, টিআরএল কো-অর্ডিনেটর আকাশ চক্রবর্তী এবং স্ব সহায়ক দলের মহিলাদের হাতে জেলাশাসক সহ অতিথিরা ইন্ডাকশন স্টোপ তুলে দেন। বর্তমান রাজ্য সরকারের পাইলট প্রজেক্ট এর মাধ্যমে স্ব সহায়ক দলের মহিলাদের কে এই ইন্ডাকশন চুল্লি দেওয়া হবে সেই কর্মসূচির ঘোষণা হলো বুধবার চড়িলাম ব্লকের লালসিংমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। বর্তমানে মহিলা স্বনির্ভর দলের মহিলাদের হাতেই ইন্ডাকশন স্টোভ তুলে দেওয়া হচ্ছে।

বিহারের ১৭টি আইন কলেজে ভর্তির অনুমোদন দিল হাইকোর্ট

পটনা, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : পটনা হাইকোর্ট বুধবার ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের জন্য ১৭টি আইন কলেজে ভর্তির অনুমোদন দিয়েছে। এদিন কুণাল কৌশলের দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় করোলের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। হাইকোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে, নতুন ভর্তি শুধুমাত্র ২০২১-২২-র জন্য হবে। আগামী বছরের অধিবেশনের জন্য আবার বার কাউন্সিলের অনুমোদন নিতে হবে। হাইকোর্ট থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর চাণক্য ল ইউনিভার্সিটি, পটনা ল কলেজ, কলেজ অফ কমার্স, আরপিএস ল কলেজ, কেকে ল কলেজ, বিহার শরিফ নালন্দা, জুবিলি ল কলেজ এবং রঘুনাথ পান্ডে ল কলেজ মুজাফফর এবং অন্যান্য আইন কলেজের শিক্ষার্থীরা পারবেন।

গত বছরের ২৩ মার্চের আদেশে বিহারের ২৭টি সরকারি এবং বেসরকারি আইন কলেজে নতুন ভর্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই আদেশে আদালত আংশিক সংশোধন করে এই ১৭টি কলেজে শর্তসাপেক্ষে ভর্তির অনুমতি দেয়। আদালত নির্দেশে আরও জানায়, আইন কলেজগুলিতে যে সমস্ত ব্যবস্থা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল সেগুলিও খতিয়ে দেখা উচিত। এর অধীনে, আজ হাইকোর্ট শুধুমাত্র ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের জন্য ১৭টি আইন কলেজে ভর্তির অনুমোদন দিয়েছে।

শীঘ্রই অসম-মেঘালয় সীমা বিবাদের নিষ্পত্তি সহ বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত হাফলঙের ক্যাবিনেট বৈঠকে

হাফলং (অসম), ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : খুব শীঘ্রই অসম-মেঘালয় সীমা বিবাদের নিষ্পত্তি করতে অনুমোদন জানিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। আজ বুধবার হাফলঙে অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট বৈঠকের পর প্রেস ব্রিফিং দিতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই খবর দিয়ে আরও বেশ কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্তের তথ্য দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসম-মেঘালয় সীমা বিবাদ সমস্যা সমাধানের জন্য আঞ্চলিক কমিটি স্তরে সম্মতি এবং দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই আলোচনায় অসম-মেঘালয়ের ছয়টি সীমান্ত বিবাদ মীমাংসায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর পর গতকাল মঙ্গলবার রাভা হাসং স্বশাসিত পরিষদ এবং ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। ওই সব সর্বসম্মত প্রস্তাবের ওপর অসম-মেঘালয় আন্তঃরাজ্য এলাকার ছয়টি সীমা বিবাদ সমস্যার আশু সমাধানের জন্য বুধবার ক্যাবিনেট অনুমোদন জানিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী এবং তিনি আবার বৈঠকে বসে দুই রাজ্যের ক্যাবিনেটে গৃহীত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে অবগত করা হবে। তার পর ভারত সরকার এই দুই রাজ্যের সীমা বিবাদ সমস্যার সমাধানে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তাছাড়া আগামী ২৪ জানুয়ারি অসমের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার অসম বৈভব, অসম সৌরভ এবং অসম গৌরব পুরস্কার প্রদান করা হবে বলেও আজ হাফলঙে অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। রাজধানী দিশপুরের বাইরে রাজ্য ক্যাবিনেটের তৃতীয় বৈঠক আজ পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের সদর শহর হাফলঙে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া পাহাড়ি জেলায় প্রথমবার ক্যাবিনেট বৈঠকের পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডিমা হাসাও জেলার বেশ কয়েকটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। বুধবার হাফলঙে অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট বৈঠকে হাফলং শহরে পানীয় জল সমস্যার সমাধানে ১১০ কোটি টাকা প্রদানের জন্য অনুমোদন জানানো হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা আরও জানান, পর্যটনের ক্ষেত্রে অপূর্ব সমাহার সংবলিত ডিমা হাসাও জেলার উমরাংসো পানিমুর এবং হাফলঙে পর্যটন স্থলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে অতিরিক্ত ৫০ কোটি টাকা রাজ্য পর্যটন বিভাগের পক্ষ থেকে প্রদান করা হবে। তাছাড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ইন্ডোর স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো উন্নয়নে ২০ কোটি টাকা প্রদান করার সিদ্ধান্তে আজকের ক্যাবিনেট সিলমোহর দিয়েছে। এদিন ক্যাবিনেট বৈঠকে মরান মটক কমতাপুর স্বশাসিত পরিষদ, বড়ো কছাড়ি ওয়েলফেয়ার স্বশাসিত পরিষদ নির্বাচনের বিধিসূমহেরও অনুমোদন জানানো হয়েছে। যাতে অবিলম্বে স্বশাসিত পরিষদগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের বেতন সমস্যা সমাধানে এখন থেকে পার্বত্য পরিষদের প্রথম ও দ্বিতীয়সারির ১০০ জন অফিসারের বেতন সরাসরি রাজ্য সরকার প্রদান করবে বলেও আজকের ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতদিন ওই সকল অফিসারদের বেতন প্রদান করত উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এখন থেকে তাঁদের বেতন রাজ্য সরকার প্রদান করবে।

আজকের ক্যাবিনেট বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন দুই পরিষদীয় মন্ত্রী অশোক সিংঘল এবং চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি। আজ বেলা দেড়টা নাগাদ লামডিং থেকে সড়কপথে হাফলং এসে মধ্যাহ্ন ভোজন করে আড়াইটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা হাফলঙে জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে এসে প্রবেশ করেন। তার পর শুরু হয় ক্যাবিনেট বৈঠক। বৈঠক চলে প্রায় আড়াই ঘণ্টা।

ক্যাবিনেট বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা হাফলঙে কৃষি ভবন, হাফলং হ্রদের উপর নবনির্মিত জিপ লাইনিং, হাফলং এনএল দাওলাগাপু স্পোর্টস কমপ্লেক্স এবং হাফলং সরকারি হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেছেন। আগামীকাল বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি ফিরে যাওয়ার আগে হাফলং সরকারি মহাবিদ্যালয়ে অডিটোরিয়াম হল, একটি ভবন এবং বয়েজ হস্টেলের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

গোয়া হবে দুর্নীতি-মুক্ত, ফিরিয়ে আনা হবে পুরানো ঐতিহ্য : অমিত পালেকর

পানাজি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): গোয়াকে দুর্নীতি-মুক্ত করার আশ্বাস দিলেন গোয়া বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী অমিত পালকের। একইসঙ্গে গোয়ার জনগণকে তাঁর আশ্বাস, ফিরিয়ে আনা হবে গোয়ার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য। পেশায় আইনজীবী ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী অমিতের উপরেই ভরসা রেখেছেন কেজরিওয়াল। বুধবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আপ-এর জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, গোয়ায় আপ-এর মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হলেন অমিত পালেকর। মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষিত হওয়ার পর কেজরিওয়ালের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেন অমিত। তিনি এদিন বলেছেন, 'আমি গোয়াকে দুর্নীতিমুক্ত করার গ্যারান্টি দিচ্ছি। আমরা গোয়ার হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরে আনব, এমন একটি গোয়া যে জন্য সবাই স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমি যা বলছি তা অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করব।' অমিত আরও বলেছেন, 'আমাদের দলে পরিশ্রমী ও সৎ মানুষ রয়েছেন, যারা গোয়ার বিভিন্ন স্তর থেকে এসেছেন। আমাদের একটি সুযোগ দিন, আমরা গোয়ার হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে আনব।'

দু''টি সন্দেহজনক ব্যাগকে ঘিরে আতঙ্ক দিল্লিতে, মিলল না কিছুই

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): সন্দেহজনক দু''টি ব্যাগকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল রাজধানীতে। বুধবার দুপুরে পূর্ব দিল্লির ত্রিলোকপুরী এলাকায় দু''টি সন্দেহজনক ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খতিয়ে দেখার পর ওই ব্যাগ থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, দুপুর একটা নাগাদ ফোন করে জানানো হয় ত্রিলোকপুরীর ব্লক-১৫-র ৫৯ নম্বর মেট্রো স্তম্ভের কাছে পড়ে রয়েছে দু''টি ব্যাগ। খবর পাওয়া মাত্রই পৌঁছে যায় দিল্লি পুলিশ। ওই ব্যাগ দু''টির ভিতরে কী রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হয়। খবর দেওয়া হয়েছে বম্ব ডিস্পোজাল স্কোয়াডকেও। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে সন্দেহজনক দু''টি ব্যাগকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ওই এলাকাটি ঘিরে ফেলা হয়। কিন্তু, ওই ব্যাগ থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি। পূর্ব দিল্লির ডিসিপি প্রিয়াঙ্কা কাশ্যপ জানিয়েছেন, দু''টি ব্যাগের বিষয়ে পিসিআর কল আসে। আমাদের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেছে ওই ব্যাগে সন্দেহজনক কিছু নেই। এটা ব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনা, আমরা ওই ব্যক্তিকে শনাক্ত করেছি এবং জিনিসপত্র হস্তান্তর করব।'

কোভিডে সংক্রমিত ফারদিন খান, উপসর্গহীন প্রাক্তন বলিউড অভিনেতা

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): কোভিডে আক্রান্ত হওয়া তারকাদের তালিকায় নতুন সংযোজন। এবার কোভিডে আক্রান্ত হলেন প্রাক্তন বলিউড অভিনেতা ফারদিন খান। বুধবার টুইট করে সে কথা জানালেন তিনি। আপাতত নিভৃতবাসে আছেন। টুইটে ফারদিন লিখেছেন, 'কোভিড পজিটিভ হয়েছি। সৌভাগ্যবশত আমি উপসর্গহীন। করোনা থেকে আরোগ্যের পথে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাই।' ফারদিন আরও লিখেছেন, 'বাকিদের আমার অনুরোধ, কোনও রকম সন্দেহ হলে, করোনা পরীক্ষা করাতে থাকুন। কারণ এই ভাইরাস শিশুদেরও আক্রমণ করছে। সকলকেই খুব সাধারণ ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করানো হচ্ছে।' প্রসঙ্গত, ফারদিন খানের তুতো বোন এবং হৃতিক রোশনের প্রাক্তন স্ত্রী সুজান খান সদ্যই করোনামুক্ত হয়েছেন। তার আগে করোনা পজিটিভ হয়েছিলেন হৃতিকও।

উত্তর প্রদেশ ভোটে বিজেপির তারকা প্রচারক মোদী, নাড্ডা, বাদ পড়লেন মানেকা, বরুণ

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): কিছু দিন পরই উত্তর প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে বুধবার প্রথম দফার ভোটের জন্য তারকা প্রচারকদের নামের তালিকা প্রকাশ করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। তারকা প্রচারক হিসেবে মোট ৩০ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেই নাম তালিকায় রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী প্রমুখ। কিন্তু, উত্তর প্রদেশ ভোটে বিজেপির তারকা প্রচারকের তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে মানেকা গান্ধী ও বরুণ গান্ধীর। মা ও ছেলে বেশ কয়েকবার সুলতানপুর ও পিলভিট থেকে জিতেছেন। ৩০ জনের তালিকায় নাম রয়েছে উত্তর প্রদেশ বিজেপির সভাপতি স্বতন্ত্রদেব সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, স্মৃতি ইরানি, মুখতার আব্বার নকভি, উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য প্রমুখের নাম।

মুম্বইয়ে ২৪ ঘন্টায় ২৪ পুলিশকর্মী করোনা পজিটিভ

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : মুম্বইয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ২৪ পুলিশ পুলিশকর্মী করোনা পজিটিভ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। এনিয়ে মোট ১২৭৩ জন করোনা আক্রান্ত পুলিশকর্মী চিকিৎসায় রয়েছেন। মুম্বই পুলিশ কমিশনারেটের মতে, মুম্বই করোনাবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য পুলিশরা দায়ী। এ কারণে প্রতিটি এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ২৪ পুলিশকর্মীর করোনা পজিটিভ এসেছে। মুম্বই পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই সময়ে মুম্বইতে ১২৭৩ জন করোনা আক্রান্ত পুলিশ রয়েছেন। করোনাভাইরাসে ১২৭ পুলিশ মারা গেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ ভালসে পাতিল পুলিশকর্মীদের চিকিৎসার জন্য ছুটির ব্যবস্থা করেছেন। সেই সঙ্গে ৫৫ বছর বয়সী পুরুষ পুলিশদের ঘরে থেকে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন।

ওমিক্রন বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে, যাঁরা টিকা পাননি তাঁদের নিয়েই বেশি চিন্তা : হু প্রধান

জেনেভা, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): এখনই হাল ছাড়লে চলবে না, ফের একবার কোভিড-মহামারী নিয়ে সমগ্র বিশ্বকে সতর্ক করে দিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র প্রধান টেড্রস অ্যাডানম গেব্রেয়েসুস। যে সমস্ত দেশে বহু সংখ্যক মানুষ এখনও টিকা পাননি, তা নিয়ে তিনি যথেষ্ট চিন্তিত। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার গভীর রাত ১.৩২ মিনিট নাগাদ, ভিডিও বার্তায় হু প্রধান জানিয়েছেন, 'ওমিক্রন এখনও গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এবং আমি সেই সকল দেশগুলিকে নিয়ে চিন্তিত যেখানে এখনও একটি বড় সংখ্যক মানুষ টিকা পাননি। আর যাঁরা টিকা পাননি তাঁদের অসুস্থতার তীব্রতা ও মৃত্যুর আশঙ্কা বহুলাংশে বেশি।"

পাশাপাশি হু প্রধানের সতর্কবার্তা, করোনার অন্যান্য প্রজাতিগুলির থেকে তীব্রতা কম হলেও ওমিক্রন মৃদু, এই ধারণা একেবারেই ঠিক নয়। ওমিক্রনেও ভর্তি হতে হচ্ছে হাসপাতালে, ঘটছে মৃত্যুও। হু-এর তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত গোটা বিশ্ব জুড়ে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৪৫ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছেন কোভিড সংক্রমণে। টেড্রস বলেছেন, গত সপ্তাহেই ১৮ মিলিয়নের বেশি মানুষ ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন, ওমিক্রনে মৃত্যুর সংখ্যা কম হলেও। স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর এই প্রজাতি যেভাবে প্রভাব ফেলছে তাতেই উদ্বিগ্ন হু প্রধান।

হাইলাকান্দিতে জমি-দালালের হামলায় গুরুতর আহত যুবক, থানায় এফআইআর

হাইলাকান্দি (অসম), ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : অসম পুলিশ দালাল-বিরোধী অভিযান চালিয়েছে। এমতাবস্থায় হাইলাকান্দিতে জমি-দালালের গুণ্ডাগিরি! জমি বিক্রয়ে টাকার ভাগ না পেয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে গুরুতরভাবে জখম করা হয়েছে এক যুবককে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা গতকাল মঙ্গলবার রাতে সংগঠিত হয়েছে হাইলাকান্দি জেলা সদর শহরের বুকে।

রাজ্যে হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন বিজেপি জোটের নতুন সরকার কার্যভার নেওয়ার পর দালালদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করেছে কঠোর পদক্ষেপ। বিশেষ করে জমি কেনা-বেচা এবং থানার বাইরে বসে অবৈধভাবে এফআইআর লেখক দালালদের বিরুদ্ধে পুলিশ গ্রহণ করেছে কঠোর পদক্ষেপ। ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে কয়েক শতাধিক দালালকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ নিয়ে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যে।

হাইলাকান্দি জেলায়ও পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৩৫ জন জমির দালালকে। কিন্তু সরকারের কঠোর পদক্ষেপের পরও ক্ষান্ত হয়নি এ সব দালাল চক্র। গ্রেফতার হওয়ার ৯০ দিন পর জামিনে কারাগার থেকে বেরিয়ে ফের শুরু করে দেওয়া হয়েছে দালালি। মূলত দালালির ভাগ না পেয়ে একাংশ দালাল এবার গ্রহণ করেছে আক্রমণাত্মক রূপ। এমনই এক ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে হাইলাকান্দি শহরের রামকৃষ্ণ মিশন রোডে। রামকৃষ্ণ মিশন রোডের বাসিন্দা জনৈক যুবকের উপর ধারোলো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে মান্নালাল সরকার নামের এক জমি-দালাল। পাওয়া গেছে এমন অভিযোগ। অতর্কিতে চালানো এই আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছেন শুভঙ্কর চৌধুরী নামের স্থানীয় যুবক। তাঁর একটি হাত গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। পরে স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় শুভঙ্কর চৌধুরীকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

আজ বুধবার এ সংক্রান্ত অভিযোগ জানিয়ে হাইলাকান্দি সদর থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন শুভঙ্কর চৌধুরী। এফআইআর-এর ভিত্তিতে এক মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে হাইলাকান্দি সদর পুলিশ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ঐশ্বর্যার মত চকচকে সুন্দর চুল চান?

ঐশ্বর্যার মত চকচকে সুন্দর চুল চান? হেয়ার মাস্ক হিসেবে এই সবুজ ফলেই হবে কেল্লাফতে ঘুম থেকে উঠেই ত্বক ও চুলের জন্য নির্দিষ্ট চুলের রুটিন মেনে চলেন। কিন্তু সেই চেষ্টার ত্রুটি না রাখা সত্ত্বেও পছন্দের সেলেব্রিটিদের মত উজ্জ্বল , চকচকে ও মজবুত চুলের অধিকারী হতে পারা যায় না। সিনেমার পর্দার তারকারা নিজেদের সৌন্দর্য বজায় রাখতে বিভিন্ন পণ্য ববহার করেন।

চুলের ভলিউম) ও টেক্সচার ধরে রাখতে একাধিক উপায় অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু এটা মনে করার অবকাশ নেই যে, তাঁর সর্বক্ষণ ঠান্ডা ঘরে কাজ করেন। অত্যাধিক গরম, সূর্যের তাপে ও দূষণের মধ্যেও তাঁরা নিজেদের সেরাটা দিতে চেষ্টা করেন। তবুও তাঁদের সৌন্দর্য ও চুলের জেল্লা চোখে পড়ার মতন। এর পর প্রশ্ন জাগতে পারে যে সেলেব্রিটি যাঁরাই হোন, তাঁদের চুল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণের থেকে অনেক ভাল? টাইমস নাও সংবাদমাধ্যম অনুসারে, সম্প্রতি প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বর্যা রাই বচ্চনের চুলের গোপন রহস্যের কথা জানা গিয়েছে। বিশ্বের অন্যতম সুন্দরী এই অভিনেত্রীর চুলের সৌন্দর্যের কথা বলার বিশাল কারণ রয়েছে। বলিউডে তাঁর মত অসাধারণ ভলিউম-যুক্ত চুল, মসৃণ, উজ্জ্বল ও চকচকে চুল খুব কমজনের মধ্যেই দেখা যায়।

সিনেমায় চরিত্রের খাতিরে কখনও স্ট্রেটনার, কার্লার ইত্যাদি ব্যবহার করে হেয়ার স্টাইল করেন। অন্যদিকে অ্যায় দিল হায় মুশকিল সিনেমার মত সিনেমায় হেয়ার কালার করতেও দেখা গিয়েছে। তা সত্ত্বেও তাঁর চুলের উজ্জ্বলতা ফিকে হয় না। এর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে?

সিল্কি, মসৃণ , চকচকে চুলের জন্য প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী বিদেশি পণ্যের উপর নয়, ঘরোয়া উপাদানের উপর বেশি বিশ্বাস করেন। চুলের জেল্লা বৃদ্ধিতে ও সুস্থ রাখতে তিনি অ্যাভোকাডোর বিভিন্ন প্যাক ব্যবহার করেন। তাতে চুল যেমন মজবুত হয়, তেমনি ময়শ্চারাইজও করা হয়। একটি অ্যাভোকাডোভিত্তিক হেয়ার মাস্কের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত চুলের কী কী পরিবর্তন দেখা যায়,, তা নিজেই একবার ট্রাই করতে পারেন। এতে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের মতো পুষ্টিকর বৈশিষ্ট্য। 'বাদাম তেল বা নারকেল তেল দিয়ে মাসাজ, ডিম ও অলিভ অয়েল দিয়ে তৈরি হেয়ার প্যাক, দুধ ও মধু দিয়ে তৈরি হাইড্রেটিং মাস্ক, মায়ো ও অ্যাভোকাডো দিয়ে তৈরি ময়েশ্চারাইজিং প্যাক। 'এই হল প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরীর চুলের সিক্রেট। এমনটাই ভোগ ইন্ডিয়াকে জানিয়েছিলেন তিনি। নিজের চুল যদি ঐশ্বর্যার মত করতে চান তাহলে নিম্নলিখিত অ্যাভোকাডোর হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন।

নারকেল তেল ও অ্যাভোকাডো

একটি পাত্রের মধ্যে অ্যাভোকাডো নিয়ে স্ম্যাশড করে নিন। এবার তাতে ২টেবিল চামচ নারেল তেল যোগ করে একটি পেস্ট তৈরি করুন। এই হেয়ার মাস্কটি ৩০ মিনিটের রেখে দিন। তারপর হালকা গরম জল দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। এরপ শ্যাম্পু দিয়ে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

কলা ও অ্যাভোকাডো

সিল্কি চুলের জন্য এটি আরও একটি হেয়ার মাস্ক। একটি অ্যাভোকাডো ও অর্ধেক কলা নিয়ে ভাল করে পেস্ট তৈরি করুন। একটি ব্রাশ ব্যবহার করে চুলের মাস্ক ভালভাবে ব্যবহার করুন। মাথার ত্বকেও লাগাতে পারেন। ৩০ মিনিটের মত অপেক্ষা করুন। এরপর ২বার শ্যাম্পু করে চুল ভালভাবে পরিস্কার করে নিন। কলা পুরোপুরি ধুয়ে যেন যায়, তা খেয়াল রাখবেন।

কোভিডে কেউ কেউ স্বাদ, ঘ্রাণশক্তি হারান কেউ কেউ হারান না, তারতম্য কেন, জানাল গবেষণা

কোভিডে সংক্রমিত হলে সকলেই স্বাদক্ষমতা ও ঘ্রাণশক্তি হারান না। কেউ কেউ তা হারিয়ে ফেলেন। কোভিড রোগীদের উপসর্গের কেন এই তারতম্য, তার সম্ভাব্য একটি কারণ এ বার জানা গেল। গবেষণায় দেখা গেল, এই তারতম্যের জন্য মানবদেহের দায়ী বিশেষ দু''টি জিনের অতি সক্রিয়তা। মানুষের স্বাদক্ষমতা ও ঘ্রাণশক্তির ক্ষেত্রে এই জিনদু''টির ভূমিকা রয়েছে।

গবেষকরা দেখেছেন, এই জিনদু''টির ''ক্রোমোজোম ৪'' নামের বিশেষ একটি অংশের অতি সক্রিয়তার জন্যই কোভিডে সংক্রমিতদের মধ্যে স্বাদক্ষমতা ও ঘ্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা অন্তত ১১ শতাংশ বেড়ে যায়।

সব কোভিড রোগীর ক্ষেত্রে এই জিনদু''টির ওই বিশেষ অংশটি সে ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে না বলেই সংক্রমণের পর সকলেই স্বাদক্ষমতা ও ঘ্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেন না। সেটা কারও কারও ক্ষেত্রে হয়। কারও ক্ষেত্রে হয় না।

আমেরিকা ও ব্রিটেনে কোভিডে আক্রান্তদের মধ্যে স্বাদক্ষমতা ও ঘ্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলা প্রায় ৭০ হাজার কোভিড রোগীর জিনোম পরীক্ষার প্রেক্ষিতেই গবেষণার এই ফলাফল। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকা '' নেচার জেনেটিক্স'' -এ। গবেষণাপত্রটি পিয়ার রিভিউয়ের পরেই প্রকাশিত হয়েছে। যা জিন বিশেষজ্ঞদের দিয়েই করানো হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশ এ-ও জানিয়েছেন, এই ধরনের বহু গবেষণা হচ্ছে। কোনও একটি গবেষণার ফলাফল যা জানাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই অন্য গবেষণার ফলাফলে তার বিপরীত ছবি বেরিয়ে আসছে। অল্প সময়ে কাজ করতে গিয়ে করোনা নিয়ে গবেষণার মান অন্য গবেষণার মানের চেয়েও কিছুটা নেমে গিয়েছে। অনেক সময় পিয়ার রিভিউ হওয়া কোনও গবেষণাপত্র নিয়েও তাই বিতর্ক দানা বাঁধছে। এই গবেষণার ফলাফল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (''হু'') বা আমেরিকার ''সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন'' (সিডিসি) অনুমোদন করেছে কি না তা এখনও জানা যায়নি।

মানবদেহের ওই জিন দু''টির বিশেষ অংশের (ক্রোমোজোম ৪) সক্রিয়তা বুঝতে যাঁরা কোভিডে সংক্রমিত হননি, তাঁদেরও জিনোম পরীক্ষা করেছেন গবেষকরা। দেখেছেন, তাঁদের দেহে জিনদু''টির ওই বিশেষ অংশের আচরণ, কাজকর্ম। জিন দু''টির একটির নাম ''ইউজিটি২এ১''। অন্যটি, ''ইউজিটি২এ২''। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সব কোভিড রোগীর ক্ষেত্রেই এই জিন দু''টির বিশেষ অংশটি অতি সক্রিয় হয়ে উঠছে না। যাঁদের ক্ষেত্রে এই অতি সক্রিয়তা দেখা গিয়েছে, তাঁদেরই স্বাদক্ষমতা ও ঘ্রাণশক্তি হারানোর সম্ভাবনা বেড়ে গিয়েছে। আর যে কোভিড রোগীদের দেহে এই জিন দু''টির বিশেষ অংশটিকে অতি সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যায়নি, তাঁরা সংক্রমিত হয়েও স্বাদক্ষমতা ও ঘ্রাণশক্তি ততটা হারাননি। বা আদৌ হারাননি।

গবেষকদের ধারণা, এই তারতম্যের কারণ হতে পারে জিন দু''টির জন্য মানবদেহে তৈরি হওয়া উতসেচকগুলি। সার্স-কোভ-২ ভাইরাস সেই উতসেচকগুলির কাজ কী ভাবে কতটা বদলে দিচ্ছে, তার উপরেই হয়তো নির্ভর করে এই তারতম্য। কিন্তু এ ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত ভাবে কিছু জানা যায়নি বলে গবেষকরা জানিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, আগামী দিনে এই সংক্রান্ত গবেষণায় হয়তো এই কারণগুলি জানা যাবে।

ক্রমবর্ধমান শিশুদের সাথে মজার সময় কাটাতে পারেন এই উপায়ে

বাচ্চাদের সাথে বন্ধুত্ব করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যখন তারা বড় হচ্ছে। শিশুরা যখন বড় হয়, তখন তাদের জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে যা কখনও কখনও তারা নিজেরাই বুঝতে পারে না।

এমতাবস্থায়, অভিভাবকদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, তারা তাদের সন্তানদের বোঝা এবং বোঝায়। এই সময় আপনি আপনার প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারেন এবং তার কাছাকাছি যেতে পারেন।

ঠিক আছে, অনেক অভিভাবকও চিন্তিত হবেন যে, তাদের সন্তানরা যখন বড় হবে, তখন তারা কি তাদের যত্ন নেবে যতটা তারা করছে। কিন্তু এখানে আমরা আপনার জন্য একটি ভাল খবর আছে। অর্থাত, এটা সম্ভব যে সময়ের সাথে সাথে, আপনার সন্তানরা আপনার থেকে দূরে না হয়ে আপনার কাছাকাছি হতে পারে। কীভাবে আপনি আপনার বাচ্চাদের সাথে মজার সময় কাটাতে পারেন।

একসাথে নতুন জিনিস শিখুন:

এটা শেখানোর সময় নয়, নতুন কিছু চেষ্টা করার সময়। যাই হোক, এই বয়সে শিশুর মনে সবসময় নতুন কিছু করার ইচ্ছা থাকে।

আপনিই প্রথম অভিভাবক নন যিনি তাকে নতুন জিনিসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। আপনি তার সাথে একসাথে কিছু শিখুন।

আপনি তার সাথে যত বেশি সময় কাটাবেন, আপনি আপনার সন্তানের তত বেশি ঘনিষ্ঠ হবেন। আপনি সেই থালা তৈরি করতে শিখুন, যা তার সাথে খাওয়ার মধ্যে আলাদা।

তাদের পরামর্শ নিন:

প্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদেরও এমন কিছু অভিজ্ঞতা আছে যা আপনার খুব কমই থাকতে পারে। আপনি তাদের কাছ থেকে তাদের মতামত নিন, তারা সত্যিই এটি পছন্দ করবে।

ভুল সময়ে তাদের পথ দেখান। যাতে তাদের আত্মবিশ্বাসও বজায় থাকে এবং আপনার সাথেও তাদের সংযোগ থাকে।

মোবাইল থেকে দূরত্ব তৈরি করুন:

বাচ্চাদের দিকে মনোযোগ না দিয়ে, আপনি কেবল ফোনে নিযুক্ত আছেন, তাহলে বিশ্বাস করুন, আপনার অবিলম্বে এটি করা বন্ধ করা উচিত।

আপনি ব্যক্তিগতভাবে এর জন্য সময় বের করুন। আপনি তার সাথে বসুন এবং তার সাথে জিনিসগুলি ভাগ করুন। তুমি বাইরে খেতে যাও। বাচ্চারা দূরে থাকলে ফোন ব্যবহার করতে পারেন।

গবেষণা অনুসারে, আপনি আপনার সন্তানের সাথে যতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখবেন, আপনার সন্তান তত বেশি আপনার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।

ভিন্ন কিছু চেষ্টা:

হ্যাঁ, আপনি যদি আগে কখনও প্যারাগ্লাইডিং বা রোলারব্লেডিং না করে থাকেন, তাহলে আপনার প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের সাথে এটি অনুভব করার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সুযোগ। এটি এমন একটি মজার মুহূর্ত হয়ে উঠতে পারে যা আপনি আপনার সারা জীবনে কমই ভুলে যাবেন।

আপনার সুখী মুহূর্তগুলি রিফ্রেশ করুন:

এটি আপনার বাক্স থেকে পুরনো ছবির সংগ্রহ বের করার সময়। আপনি আপনার বাচ্চাদের সাথে বসে পুরোনো পরিবারের ছবি দেখতে পারেন এবং তাদের সাথে পুরানো স্মৃতি শেয়ার করতে পারেন।

আপনি যখন প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন তখন আপনার বাবা-মা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন তাও তাদের সাথে শেয়ার করুন। ঠিক যেমন আপনার সন্তানরাও আপনার ভূমিকা বুঝতে পারে।

খেলা করাও প্রয়োজন :

আপনি আপনার বাচ্চাদের সাথে মাঠে যান। আপনি তার সাথে যে খেলাই খেলুন না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। এর মাধ্যমে আপনি তার কতটা ঘনিষ্ঠ হয়েছেন তা গুরুত্বপূর্ণ। গেমটিতে পরিবারের সাথে মজা করার আরও কিছু আছে। এটি একটি খুব ভাল বিকল্প।

লং ড্রাইভ দুর্দান্ত বিকল্প :

আপনার বাচ্চাদের সাথে কোথাও লং ড্রাইভে যাওয়ার পরিকল্পনা করুন। শিশুরা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তারা তাদের সাথে বাইরে অনেক নতুন কাজ করতে পছন্দ করে।

আপনি এতে তাদের সমর্থন করেন। আপনি যদি চান, একটি মানচিত্রের সাহায্য নিন, যাতে আপনার ভ্রমণ রোমাঞ্চে ভরপুর হয়ে ওঠে। এটি একটি সত্যিই মজার বিকল্প।

শিশুরা যখন তাদের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে পা দেয় তখন অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যায়। আজকের সময় বদলাচ্ছে, এই পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে আপনাকেও মানিয়ে নিতে হবে। আপনি যদি এই সময়ে আমাদের দেওয়া টিপসগুলি চেষ্টা করেন তবে আপনিও আপনার প্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের সাথে একটি মজার সময় কাটাতে পারেন।

চারটি গ্রহাণু ধেয়ে আসছে

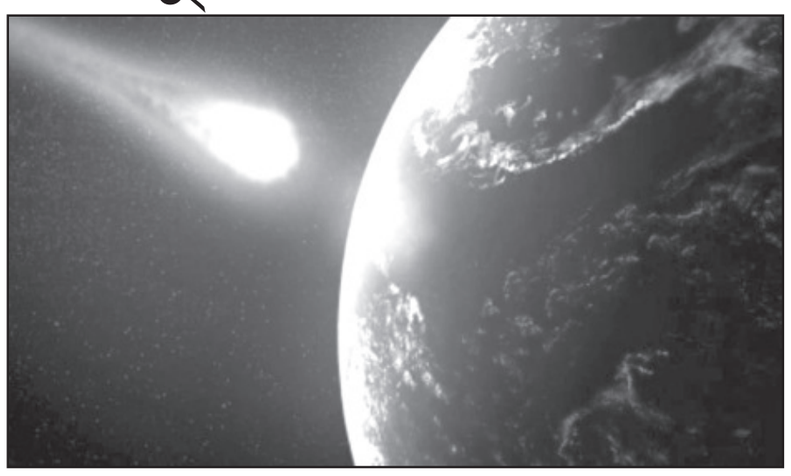

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের আড়াই গুণ উচ্চতার একটি দানবাকৃতি গ্রহাণু ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। মঙ্গলবার। ভয়ঙ্কর গতিবেগে। পৃথিবীর খুব কাছেপিঠে এসে পড়ার সময় গ্রহাণুটির গতিবেগ দাঁড়াবে সেকেন্ডে প্রায় সাড়ে ১৯ কিলোমিটার বা ঘণ্টায় ৪৩ হাজার ৭৫৪ মাইল। মঙ্গলবারই পৃথিবীর খুব কাছে এসে পড়বে আরও তিনটি মাঝারি ও ছোট আকারের গ্রহাণু।

আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা মঙ্গলবার এই খবর দিয়ে জানিয়েছে, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের আড়াই গুণ উচ্চতার গ্রহাণুটি পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই নাসা একে ''পোটেনশিয়াল হ্যাজার্ডাস অ্যাস্টারয়েড্স'' শ্রেণিভুক্ত করেছে।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, শুধুই বিশালত্ব নয়; গ্রহাণুটি সভ্যতার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠার আরও একটি কারণ রয়েছে গ্রহাণুটি খানিকটা ঘন ঘনই এসে পড়ছে পৃথিবীর কাছাকাছি। গ্রহাণুদের কক্ষপথ সাধারণত আগেভাগে খুব একটা আঁচ করা যায় না। তা বদলায়ও ঘন ঘন। কোনও গ্রহের খুব কাছাকাছি এসে পড়লে সেই গ্রহের জোরালো অভিকর্ষ বলের টানে গ্রহাণুদের আছড়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এমনই একটি গ্রহাণু আছড়ে পড়ায় ডাইনোসরদের বিলুপ্তি হয়েছিল বলে ধারণা বিজ্ঞানীদের একটি বড় অংশের। নাসা জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহের গোড়ার দিকে আমেরিকার এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের উচ্চতার চেয়ে আড়াই গুণ বেশি উঁচু যে গ্রহাণুটি পৃথিবীর খুব কাছাকাছি এসে পড়বে সেটি দৈর্ঘ্যে এক কিলোমিটার বা ৩ হাজার ২৮০ ফুট। গ্রহাণুটির নাম ''(৭৪৮২) ১৯৯৪ পিসি-১''।

এই সৌরমণ্ডলে গ্রহাণুদের আদত ঠিকানা মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে থাকা গ্রহাণুপুঞ্জ (''অ্যাস্টারয়েড বেল্ট'') থেকে আসছে না এই গ্রহাণু। দানবাকৃতি গ্রহাণুটি আসছে পৃথিবীর খুব কাছেপিঠের এলাকা থেকেই। তাই এদের ''নিয়ার-আর্থ অবজেক্টস (এনইও)''-এর শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এমন প্রায় ২৬ হাজার এনইও-র কথা এখনও পর্যন্ত জানতে পেরেছে নাসা। যাদের মধ্যে অন্তত এক হাজারটি গ্রহাণুকে পৃথিবীর পক্ষে ''আজ নয়তো কাল বিপজ্জনক হতে পারে'' বলে চিহ্নিত করেছে তারা। ১৯৯৪ সালে প্রথম এই দানবাকৃতি গ্রহণুটির হদিশ পান জ্যোতির্বিজ্ঞানী রবার্ট ম্যাকনট। অস্ট্রেলিয়ার সাইডিং স্প্রিংস অবজারভেটরিতে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে। তার ২০ বছর আগে, ১৯৭৪-এও এই দানবাকৃতি গ্রহাণুটি পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পড়েছিল। তবে খুব কাছে এসে পড়েছিল ৮৯ বছর আগে। ১৯৩৩ সালের ১৭ জানুয়ারি।

নাসা জানিয়েছে, গ্রহাণুটি ফের পৃথিবীর খুব কাছে এসে পড়বে ৮৩ বছর পর। ২১০৫ সালের ১৮ জানুয়ারি।

নাসার খবর, এখনও পর্যন্ত গ্রহাণুটির গতিপথ যা সেই হিসাবে বলা যায় খুব কাছে এসে পড়লেও এ বার হয়তো তেমন বিপদ নেই পৃথিবীর। কারণ, এখনকার গতিপথ বজায় থাকলে গ্রহাণুটি খুব কাছে আসার সময় পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব থাকবে চাঁদের দূরত্বের ৫ গুণ। নাসা জানিয়েছে, এই দানবাকৃতি গ্রহাণুটি ছাড়াও মঙ্গলবার পৃথিবীর খুব কাছে এসে পড়বে আর যে তিনটি গ্রহাণু, তাদের নাম ''২০২১বিএ'', ''২০২২এডব্লিউ'' এবং ''২০২২এএ৬''। এদের মধ্যে প্রথম গ্রহাণুটি পৃথিবীর কাছ ঘেঁষে বেরিয়ে যাবে ঘণ্টায় ৩২ হাজার ৭২৪ কিলোমিটার গতিবেগে। গ্রহাণুটি চাঁদের কাছে এসেছিল গত বছর। পৃথিবীর কাছে দ্বিতীয়টির গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ৩৬ হাজার ৪৬৮ কিলোমিটার। ২০২৯ সালের জুলাইয়ে এটি ফের কাছে আসবে পৃথিবীর। আর তৃতীয়টির পৃথিবীর কাছে আসার সময় গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় ১৬ হাজার ২০০ কিলোমিটার।

পৃথিবীতেই ভরশূন্য অবস্থায় থাকা যাবে যতক্ষণ খুশি ! কৃত্রিম চাঁদ বানাল চিন

মাধ্যাকর্ষণকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যাবে এ বার পৃথিবীতেই! এই নীলাভ গ্রহেই এ বার ভরশূন্য অবস্থায় ভেসে থাকা যাবে যতক্ষণ ইচ্ছা!

কল্পবিজ্ঞানের গল্প নয়। কল্পনাকে সত্যি করে কৃত্রিম চাঁদ বানান চিন। জিয়াংশু প্রদেশের পূর্ব দিকে, শুঝাউ শহরে। ভূপৃষ্ঠের এই চিনা চাঁদে একেবারেই উবে যাবে পার্থিব মাধ্যাকর্ষণের মায়ার টান। ভেসে থাকা যাবে যতক্ষণ খুশি। চিনের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার উদ্যোগে বানানো হয়েছে বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম চাঁদ। পৃথিবীতেই। চিনা দৈনিক ''সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট'' জানিয়েছে, এই অসাধ্যসাধন সম্ভব হয়েছে প্রকল্পের কর্ণধার, ''চায়না ইউনিভার্সিটি অব মাইনিং অ্যান্ড টেকনোলজি''-র অধ্যাপক লি রুইলিনের জন্য। মূলত তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত এই কৃত্রিম চাঁদ। লক্ষ্য, চাঁদে মানুষ নামানোর প্রস্তুতি শুরু করা। প্রশিক্ষণ নেওয়া। চাঁদের ''মন'' বোঝা। ভরশূন্য অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ থাকতে গেলে কী কী অসুবিধা হতে পারে পৃথিবীর উপগ্রহে, বায়ুমণ্ডল নেই বলে সূর্য থেকে প্রতি মুহূর্তে ছুটে আসা হানাদার ও মহাজাগতিক রশ্মির ঝাপটা থেকে কী ভাবে বাঁচানো যেতে পারে চাঁদের মাটিতে নামা নভশ্চরদের, তা পৃথিবীর মাটিতেই আগাম বুঝে নিতে এই কৃত্রিম চাঁদ বানানো হয়েছে। যে চাঁদে আগেভাগেই জেনে-বুঝে নেওয়া সম্ভব হতে পারে কোথায় কোথায় বরফের নীচে এখনও রয়েছে জল, বরফ হয়ে বা বরফগলা জল হয়ে। আর তা চাঁদের কোন কোন এলাকায় রয়েছে ঠিক কী পরিমাণে।

লি চিনা দৈনিকটিকে বলেছেন, এর ফলে, আগামী দিনে চাঁদের কোথায় নেমে দীর্ঘ দিন থাকতে পারবেন মহাকাশচারীরা, গবেষণা ও অন্যান্য কাজে, তা পৃথিবী থেকেই বুঝে ফেলা সম্ভব হবে। উপগ্রহ, ল্যান্ডার, রোভার পাঠিয়ে আর চাঁদের ''মন'' বোঝার চেষ্টায় ঘাম ঝরাতে হবে না। খুব সামান্য মাধ্যাকর্ষণের অভিজ্ঞতা বিমানেও হয়, হয় ড্রপ টাওয়ারেও। কিন্তু তা খুবই অল্প সময়ের জন্য। চিনের বানানো চাঁদে ভরশূন্য অবস্থায় থাকা যাবে যতক্ষণ ইচ্ছা। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, চাঁদে খুব সামান্য হলেও আছে মাধ্যাকর্ষণের টান। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ছয় ভাগের মাত্র এক ভাগ। যাকে ভরশূন্য অবস্থাই বলা যায়। চিনের বানানো কৃত্রিম চাঁদের ব্যাস অবশ্য আদত চাঁদের মতো নয়। অনেকটাই কম। তবে এই কৃত্রিম চাঁদের পিঠ ভরিয়ে দেওয়া থাকবে আদত চাঁদের পাথর আর ধুলোবালি দিয়ে। যার ভার নেই বললেই হয়। এতটাই হালকা। বেজিং ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে, আগামী দশকে চাঁদে মহাকাশচারী পাঠাবে চিন। চাঁদের কক্ষপথে পাঠানো হবে স্থায়ী মহাকাশ স্টেশন। যেখান থেকে প্রয়োজনে চাঁদে নামতে পারবেন নভশ্চররা। এ ছাড়াও পৃথিবীর কক্ষপথে আলাদা ভাবে একটি মহাকাশ স্টেশন ইতিমধ্যেই বানিয়ে ফেলেছে বেজিং।

এই বছরে ''কৃত্রিম সূর্য''ও বানিয়েছে চিন। এক লক্ষ কোটি ডলারের প্রকল্পে চিন এমন একটি নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়্যাক্টর বানিয়েছে যেখানে সূর্যের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি তাপমাত্রার জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়েছে টানা ১৭ মিনিটের জন্য। সেই রিয়্যাক্টরে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে ১৫ কোটি ৮০ লক্ষ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা সাত কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়।

প্রয়াত জেনারেল বিপিন রাওয়াতের ভাই বিজয় যোগ দিলেন বিজেপিতে

দেহরাদুন, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : বিজেপিতে যোগ দিলেন বিজয় রাওয়াত।বুধবার উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীর উপস্থিতিতে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন তিনি। বিধানসভা ভোটের মুখে এই যোগদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বিজয় রাওয়াতের দাদা হলেন দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত, যিনি গত বছর ৮ ডিসেম্বর সস্ত্রীক চপার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে এদিনই বিজয় রাওয়াত দেখা করেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। তখনই তাঁর বিজেপিতে যোগদানের জল্পনা ছড়ায়। বিপিন রাওয়াতের মতো বিজয় রাওয়াতও সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি অবসর নেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিজয় রাওয়াত।তাঁদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'রাজ্যের উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তাভাবনা আমার পছন্দ হয়েছে। তাঁর চিন্তাভাবনার সঙ্গে বিপিন রাওয়াতের ভাবনার সঙ্গে মিল রয়েছে। যদি সুযোগ আগে আমিও উত্তরাখণ্ডের মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।' বিজেপিতে যোগ দিয়ে বিজয় রাওয়াত বলেন, 'আমার বাবা অবসরের পর বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। আজ আমি সেই সুযোগ পেলাম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অভিনব চিন্তাভাবনা আমাকে অনুপ্রেরণা জোগায়। '

শিলচর ও হাইলাকান্দিতে স্থগিত লোক আদালত

শিলচর (অসম), ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : শিলচর এবং হাইলাকান্দিতে ২২ জানুয়ারি শনিবার যে লোক আদালত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল তা স্থগিত রাখা হয়েছে। কাছাড়ের ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি এবং হাইলাকান্দির ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সেক্রেটারিরা পৃথক পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে লোক আদালত স্থগিত করার খবর দিয়েছেন।

কোভিড পরিস্থিতির জন্য অনুষ্ঠেয় লোক আদালত স্থগিত রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তাই লোক আদালতে মামলা মীমাংসার জন্য যাঁরা নোটিশ পেয়েছেন তাঁদেরকে আগামী ২২ জানুয়ারি আদালতে উপস্থিত না হতে বলা হয়েছে। এ খবর তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের শিলচরের উপ-অধিকর্তার কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে বিজেপি আপনা দল এবং নিশাদ পার্টির সঙ্গে মিলিতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, জেপি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : আসন্ন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি আপনা দল এবং নিশাদ পার্টির সঙ্গে ৪০৩ টি আসনে যৌথভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা বুধবার একথা ঘোষণা করেন। এনডিএ উত্তরপ্রদেশের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সামনে একথা জানিয়ে তিনি বলেন, গত সপ্তাহে বিজেপি আসন্ন উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ১০৭ প্রার্থীর প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে।

'এনডিএ মিত্ররা ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে আমাদের মতোই একসঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বিজেপি, আপনা দল এবং নিষাদ পার্টি আসন্ন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে ৪০৩ টি আসনে যৌথভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। আমরা উভয় দলের সঙ্গেই বিশদ আলোচনা করেছি। গত কয়েকদিন,"রাজধানীতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময় বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ, অনুরাগ ঠাকুর, যোগী আদিত্যনাথ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে দিল্লিতে বিজেপি বৈঠকের পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশের ৪০৩ আসনে বিধানসভা নির্বাচন আগামী ১০, ১৪, ২০, ২৩, ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ এবং ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে।

ভোটে লড়তে ইচ্ছুক নন ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত, চিঠি দিলেন নাড্ডাকে

দেহরাদুন, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তরাখণ্ডে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক নন সে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত। ভোটে লড়ার পরিবর্তে দলের হয়ে কাজ করতে চান তিনি, ভোটে লড়তে না চাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাকে চিঠিও লিখেছেন ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত। নাড্ডাকে লেখা চিঠিতে ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত জানিয়েছেন, পুষ্কর সিং ধামির নেতৃত্বে উত্তরাখণ্ডে পুনরায় বিজেপি সরকার গঠন করুক সেই লক্ষ্যে তিনি কাজ করতে চান, আমি ভোটে লড়তে চাই না, আমার এই অনুরোধ মেনে নেওয়া হোক। বিজেপি সরকার যাতে পুনরায় ক্ষমতায় আসে সেই লক্ষ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলেও জানিয়েছেন ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত।

রাজস্থানের বাস ও অটোর সংঘর্ষে মৃত ৩, প্রাণে বাঁচলেন সমসংখ্যক

জয়পুর, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): রাজস্থানের ঢোলপুর জেলায় বাস ও অটো রিক্সার সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৩ জন, দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। বুধবার সকালে ঘন কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ঢোলপুর থেকে জয়পুর অভিমুখে যাচ্ছিল বাসটি, কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতার অভাবে অটো রিক্সায় ধাক্কা মারে বাসটি। স্টেশন হাউস অফিসার (সদর) দীপক বাঞ্জারা জানিয়েছেন, মৃতরা হলেন অটো রিক্সার চালক রাজেন্দ্র (২৫), তাঁর বাবা রতন সিং (৫০) ও বালো (৩৫) নামে একজন যাত্রী। আহতরা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘাতক বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ।

আজমগড়ের জনগণের অনুমতি নিয়ে ভোটে লড়ব : অখিলেশ যাদব

লখনউ, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কি-না, তা আজমগড়ের জনগণের ওপর ছেড়ে দিলেন অখিলেশ যাদব। বুধবার সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বলেছেন, আজমগড়ের জনগণের অনুমতি নিয়ে ভোটে লড়ব। এই আজমগড়েরই সাংসদ হলেন অখিলেশ। এতদিন শোনা যাচ্ছিল ভোটে লড়বেন না অখিলেশ, কিন্তু বুধবার সবটাই আজমগড়ের জনগণের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। বুধবার সকালেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন অখিলেশ যাদবের ভাইয়ের স্ত্রী অপর্ণা যাদব। এ প্রসঙ্গে এদিন অখিলেশকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'প্রথমেই তাঁকে অনেক অনেক অভিনন্দন। সমাজবাদী পার্টির আদর্শ প্রসারিত হচ্ছে তাতে আমি খুশি...নেতাজি (মুলায়ম সিং যাদব) তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।'

স্থিতিশীল রয়েছেন লতা মঙ্গেশকর, তবে সুর সম্রাজ্ঞী এখনও আইসিইউ-তেই

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): আগের তুলনায় অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। তবে, এখনও আইসিইউ-তেই রয়েছেন কিংবদন্তি গায়িকা। বুধবার লতা মঙ্গেশকরের মুখপাত্র অনুশা শ্রীনিবাসন আইয়ার জানিয়েছেন, লতা দিদি স্থিতিশীল রয়েছেন। এখনও চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি। লতার মুখপাত্র আরও জানিয়েছেন, 'লতা দিদি এখনও আইসিইউ-তে রয়েছেন। তাঁর দ্রুত সুস্থতার কামনা করুন।' গত ৯ জানুয়ারি থেকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের আইসিইউ চিকিৎসাধীন লতা মঙ্গেশকর। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর, কোভিড ছাড়াও নিউমোনিয়ায় অসুস্থ তিনি। ধীরে ধীরে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। চিকিৎসকরা কবে তাঁকে ছুটি দেন, সেই অপেক্ষায় সকলে।

আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবায় নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ল

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : করোনার বাড়বাড়ন্তের জেরে আন্তর্জাতিক যাত্রী বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখার মেয়াদ বাড়ানো হল। বুধবার ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)-র তরফে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে। তবে এয়ার বাবল চুক্তিতে দু'টি দেশ তাদের এলাকার মধ্যে বিশেষ আন্তর্জাতিক বিমান পরিচালনা করতে পারবে। এই নিষেধাজ্ঞা কার্গো অপারেশনের ওপর প্রভাব ফেলবে না।

ডিজিসিএ-র নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ৩১ জানুয়ারির বদলে আন্তর্জাতিক উড়ানে স্থগিতাদেশ ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হবে। প্রথমে, এ বছর ১ জানুয়ারি রাত ১১টা ৫৯মিনিট পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। করোনা মহামারী শুরু হওয়ার পরে কুড়ি সালের মার্চ থেকেই আন্তর্জাতিক উড়ানে বিধিনিষেধ জারি হয়। দেশে করোনা গ্রাফ কিছুটা কমে যাওয়ার পরে উড়ান চালু হলেও তাতে নানা নিয়ম বেঁধে দেয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক। ওমিক্রনের হানায় আবারও করোনা গ্রাফ ঊর্ধমুখী দেশে। সম্প্রতি ইতালি থেকে দু'দফায় ওমিক্রনের সংক্রমণ নিয়ে কয়েকশো যাত্রী ফিরেছেন দেশে। অন্যান্য দেশ থেকেও কোভিড সংক্রমণ নিয়ে দেশে ফিরছেন আন্তর্জাতিক যাত্রীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাই আন্তর্জাতিক যাত্রীদের জন্য বিমানবন্দরে কোভিড টেস্ট ও আইসোলেশনের নতুন নিয়ম জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগের কারণে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক ১৫ ডিসেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক উড়ান চালু না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এখন এই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও বাড়ানো হল।

করোনায় মৃতদের ক্ষতিপূরণে না, বিহার-অন্ধ্রের মুখ্যসচিবকে তলব সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : কোভিডে মৃতের পরিবারদের ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার জন্য বিহার এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্য সচিবদের তিরস্কার করল সুপ্রিম কোর্ট। কেন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল না সে বিষয়ে জানতে উভয় রাজ্যের মুখ্য সচিবদের তলব করেছে আদালত। ভার্চুয়াল শুনানির মাধ্যমে আজ বুধবার দুপুর ২টায় মুখ্য সচিবদের হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

করোনা ভাইরাসে যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবার এখনও ক্ষতিপূরণ পায়নি। বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলছিল। ক্ষতিপূরণের টাকা না দেওয়ায় বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্য সচিবদের তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

গত অক্টোবরে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, করোনায় মৃতদের পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সরকারকে। আবেদন জমা পড়ার ৩০ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে হবে। রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়ে দেয়, করোনায় মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়াটা সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কোনও রাজ্য সরকার চাইলে এর থেকে বেশিও দিতে পারে। করোনায় মৃতের পরিবারের সদস্যদের, জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরে গিয়ে ফর্ম পূরণ করতে হবে। টাকা পেতে দিতে হবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য, ডেথ সার্টিফিকেট ও করোনায় মৃত্যুর নথি। সাধারণ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলের ৭৫ শতাংশ অর্থ দেয় কেন্দ্র। অন্যদিকে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত রাজ্যের ক্ষেত্রে তহবিলের ৯০ শতাংশ অর্থই দেয় কেন্দ্রীয় সরকার।

রানওয়ের সংস্কারের জন্য এপ্রিলে ১৫ দিন বন্ধ থাকবে বাগডোগরা বিমানবন্দর

দার্জিলিং, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : রানওয়ের প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য আগামী এপ্রিল মাসে একটানা ১৫ দিন বন্ধ থাকবে বাগডোগরা বিমানবন্দর। আগামী ১১ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল উড়ানের ওঠানামা বন্ধ থাকবে বাগডোগরা বিমানবন্দরে।

সূত্রের খবর, ভারতীয় বায়ুসেনার তরফেই রানওয়েতে জরুরী মেরামতির কাজ চলছে বাগডোগরা বিমানবন্দরে। বায়ুসেনা দেড় বছর ধরে রাতেই কাজ করছিল। বাগডোগরা বিমানবন্দরের অধিকর্তা শুভ্রমণি পি জানিয়েছেন, বায়ুসেনার তরফে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে, শেষ পর্যায়ের কাজের জন্য বিমানবন্দরে উড়ানের ওঠানামা বন্ধ রাখা জরুরি। তাই ১৫ দিন মতো বিমান ওঠানামা পুরোপুরি বন্ধ রাখা হচ্ছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তাই আবেদন মেনে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বিষয়টি রাজ্য সরকার-সহ দার্জিলিংয়ের জেলাশাসককে জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, বাগডোগরা বিমানবন্দরে প্রতিদিন ৩৬টি অসামরিক বিমান ওঠানামা করে। গড়ে প্রতিদিন ৮ থেকে ৯ হাজার যাত্রী যাতায়াত করে। উত্তরবঙ্গের এই একমাত্র বিমানবন্দর গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবেই পরিচিত। ফলে গুরুত্বপূর্ণ এই বিমানবন্দর বন্ধ থাকলে ব্যবসায়ী মহল থেকে শুরু করে পর্যটক মহল চরম সমস্যায় পড়বেন বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি এখান থেকে উড়ানে প্রায় প্রতিদিন বহু রোগীকে ভিন রাজ্যে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে চিন্তায় সাধারণ নাগরিকরাও। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

হিমাচলের মান্ডিতে বিষাক্ত মদ খেয়ে মৃত ৩, অসুস্থ বেশ কয়েকজন

মান্ডি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলায় বিষাক্ত মদ খেয়ে প্রাণ হারালেন ৩ জন। বিষাক্ত মদ খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও ৩ জন। প্রত্যেকেই হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। মান্ডি জেলার সুন্দরনগরের কাঙ্গু গ্রামের ঘটনা। মঙ্গলবার রাতে বিষাক্ত মদ খেয়েছিলেন ৬ জন। মদ খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে অসুস্থতা বোধ করেন। বুধবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, বিষাক্ত মদ খাওয়ার পরই সকলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় নেরচকের মেডিকেল কলেজে। ৬ জনের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, বাকি ৩ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই এলাকায় অবৈধ মদের কারবার চলছে বহুদিন ধরেই। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন।

সাহস, সেবা ও বিশ্বাসের প্রতীক এনডিআরএফ : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): স্থাপনা দিবসে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র পেশাদারিত্বকে কুর্নিশ জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, সাহস, সেবা, সমর্পণ ও বিশ্বাসের প্রতীক হল জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। ১৭ তম স্থাপনা দিবসে এনডিআরএফ-এর সমস্ত জওয়ানদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বুধবার সকালে টুইটারে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, 'সাহস, সেবা, সমর্পণ ও বিশ্বাসের প্রতীক হল জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার পাশাপাশি সঙ্কটাপন্ন মানুষের জীবন বাঁচাতে আপনাদের সাহস এবং তৎপরতার জন্য সমগ্র দেশ গর্বিত। ১৭ তম স্থাপনা দিবসে এনডিআরএফ-এর সমস্ত জওয়ানদের শুভেচ্ছা।'

দৈনিক কোভিড-সংক্রমণ ২.৮২-লক্ষাধিক, মৃত্যুর সংখ্যাও দীর্ঘ হচ্ছে ভারতে

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ২.৮২-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে মৃত্যু-মিছিলও। রবিবার ও সোমবার কোভিড-সংক্রমণ নিম্নমুখী হলেও, মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে অনেকটাই বেড়েছে সংক্রমণের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৭০ জন, এই সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় ৪৪ হাজার ৮৮৯ বেশি। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৪৪১ জন রোগীর, মৃত্যুর সংখ্যাও অনেকটাই বেড়েছে। দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ১৫.১৩ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১,৮৩,১০,০০-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৯৪,৩৭২ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ৪.৮৩ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলববার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৭৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ২২৯ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৫৮,৮৮,৪৭,৫৫৪ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৮,৯৬১-তে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪৪১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৮৭,২০২ জন (১.২৯ শতাংশ)। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,৮৮,১৫৭ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৫৫,৮৩,০৩৯ জন করোনা- রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৩.৮৮ শতাংশ। নতুন করে ২,৮২,৯৭০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে মোট কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৭৯,০১,২৪১ জন।

বড় ধাক্কা খেলেন অখিলেশ, বিজেপি-তে শামিল মুলায়মের পুত্রবধূ অপর্ণা যাদব

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): অখিলেশ যাদবের পরিবারেই বড়সড় রাজনৈতিক ফাটল। বিজেপিতে যোগ দিলেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদবের পুত্রবধূ অপর্ণা যাদব। বুধবার সকালে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য ও উত্তর প্রদেশ বিজেপির সভাপতি স্বতন্ত্রদেব সিংয়ের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন অপর্ণা যাদব। বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার পর অপর্ণা বলেছেন, 'বিজেপির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার কাছে দেশই সর্বাগ্রে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাজে আমি উদ্বুদ্ধ।'

উত্তরপ্রদেশে ভোট আসছে। আর যথারীতি শুরু হয়ে গিয়েছে দলবদলের পালা। প্রথম অর্ধে যোগী মন্ত্রিসভার তিন মন্ত্রী-সহ একাধিক বিধায়ককে ছিনিয়ে নিজের দিকে টেনে বিজেপি-কে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন অখিলেশ। এ বার পাল্টা দিল বিজেপি। বুধবার সকালে মুলায়মের ছোট ছেলে প্রতীকের স্ত্রী অপর্ণা যোগ দিয়েছেন বিজেপি-তে। উত্তর প্রদেশে ভোটের আগে সমাজবাদী পার্টির কাছে বড় ধাক্কা বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

২০১৭-এর বিধানসভা ভোটে সমাজবাদী পার্টির টিকিটে লখনউ ক্যান্টনমেন্ট কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন অপর্ণা। কিন্তু সে বার কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি-তে যোগ দেওয়া রীতা বহুগুনা জোশীর কাছে হেরে যান তিনি। 'বাওরে' নামে একটি সংস্থা চালান অপর্ণা। এই সংস্থা মহিলা সুরক্ষায় কাজ করে। পাশাপাশি বয়স্ক গবাদি পশুদের জন্য আশ্রয়স্থলের কাজও করেন তিনি। সাম্প্রতিক অতীতে অপর্ণাকে প্রকাশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নমূলক কাজের প্রশংসা করতে শোনা গিয়েছিল। তখনই জল্পনা তৈরি হয়, তা হলে কি তিনি বিজেপিতে যোগ দেবেন, বুধবার সেই জল্পনাই সত্যি হল। উল্লেখ্য, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোট। চলবে ৭ মার্চ পর্যন্ত। ১০ মার্চ ভোটগণনা।

ওমিক্রনে মোট আক্রান্ত ৮,৯৬১, ভারতে টিকা প্রাপক ১৫৮.৮৮-কোটির বেশি

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যে মন্থর গতিতে ভারতে চলছে টিকাকরণ। মন্থর গতিতে চললেও, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ২২৯ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৫৮.৮৮-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৫৮,৮৮,৪৭,৫৫৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যাও, বুধবার সকাল পর্যন্ত ওমিক্রনে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৯৬১ জন। মঙ্গলবারের থেকে ০.৭৯ শতাংশ বেশি। ভারতে কোভিড-পরীক্ষাও চলছে দ্রুততার সঙ্গে, বুধবার সকাল পর্যন্ত ৭০.৭৪-কোটির উর্দ্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৮ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১৮,৬৯,৬৪২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭০,৭৪,২১,৬৫০-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৮,৬৯,৬৪২ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৭০ জন।

আগামীকাল মরিশাসে ভারতের সাহায্যপ্রাপ্ত সামাজিক আবাসন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামীকাল বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ কুমার জুগনাথ মরিশাসে ভারত-সহায়তায় সামাজিক আবাসন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন।

বিদেশ মন্ত্রকের মতে, দুই নেতাই মরিশাসে সিভিল সার্ভিস কলেজ এবং আট মেগাওয়াট সোলার পিভি ফার্ম প্রকল্প চালু করবেন। দুটিই ভারতের উন্নয়ন কাজে সাহায্য করার জন্য নির্মিত হচ্ছে। এছাড়াও এই সময়ের মধ্যে মেট্রো এক্সপ্রেস প্রকল্প এবং অন্যান্য অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য মরিশাসকে ১৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্রেডিট লাইন এবং ছোট উন্নয়ন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) বিনিময় করা হবে।

কাছাড়ের জিরিঘাটে বাজেয়াপ্ত প্রায় ছয় লক্ষ টাকার বার্মিজ সিগারেট, ধৃত দুই

লক্ষ্মীপুর (অসম), ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : বরাক উপত্যকাকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করে বার্মিজ সুপারির পাশাপাশি বার্মিজ সিগারেটের দেদার কারবার চালিয়েছে আন্তর্জাতিক চোরাকারবারিরা। এর ফের প্রমাণ পাওয়া গেছে কাছাড় জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর মহকুমার মণিপুর সীমান্তবর্তী জিরিঘাটে প্রায় ছয় লক্ষাধিক টাকার বার্মিজ সিগারেট বাজেয়াপ্তের ঘটনায়। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মণিপুর থেকে আন্তঃরাজ্য সীমান্ত পেরিয়ে অসমে প্রবেশ করলে এমএন ০৫ সি ১৪০৩ এবং এএস ০১ ২৯৪৮ নম্বরের দুটি ট্রাকে তালাশি চালিয়ে ২৬টি কার্টুনের ভিতর থেকে জিরিঘাট থানার পুলিশ উদ্ধার কনে মায়ানমারে তৈরি ''উইন' বর্যান্ডের সিগারেট। কার্টুনগুলি থেকে মোট ১,৩০০ প্যাকেট বার্মিজ সিগারেট পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে।

বিদেশি সিগারেট পাচারের অবিযোগে দুই ট্রাকের চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের স্বীকারোক্তির উদৃতি দিয়ে জিরিঘাট থানার ওসি জানান, সিগারেটগুলি পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তাদের। বিদেশি সিগারেটের মূল মালিকের নামধাম জানতে তাদের জেরা করা হচ্ছে বলে জানান ওসি।

গোয়া নির্বাচনে শিবসেনা, এনসিপি জোট ঘোষণা

পানাজি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) এবং শিবসেনা বুধবার গোয়া বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দুটি দলের মধ্যে একটি প্রাক-নির্বাচন জোট ঘোষণা করেছে।

পানাজিতে একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত এবং এনসিপি-র প্রবীণ নেতা প্রফুল প্যাটেল বলেন, দুটি দল মহারাষ্ট্রের মহা বিকাশ আঘাদি জোটকে গোয়ায় প্রসারিত করার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, কিন্তু তারা যোগ দেয়নি।

প্রফুল প্যাটেল আরও বলেন,আমরা ভেবেছিলাম আমাদের এমভিএ মহারাষ্ট্র থেকে গোয়া পর্যন্ত জোট বাড়ানো উচিত। কংগ্রেসের প্রধান ভূমিকা পালন করা উচিত এবং আমরা (এনসিপি এবং শিবসেনা) কিছু আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব,' প্যাটেল বলেন, কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। এটা শিবসেনা এবং এনসিপি জোট।

রাউতের মতে, উভয় দলই ৪০টির মধ্যে ১০ থেকে ১২ আসন করে দুদলই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে জোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে।

হাইলাকান্দিতে করোনায় নতুন আক্রান্ত আরও ৭৪ জন

হাইলাকান্দি (অসম), ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে হাইলাকান্দি জেলায় আজ বুধবার নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৭৪ জন। তৃতীয় ঢেউয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৯২। করোনার তৃতীয় ঢেউ ঊর্ধগামীর ফলে হাইলাকান্দি জেলার জনমানসে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, আজ জেলায় করোনায় নতুন আক্রান্ত হয়েছেন ৭৪ জন। এঁদের মধ্যে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট (আরএটি)-এ ৬৭ এবং আরটি-পিসিআরে ধরা পড়েছেন সাতজন। এদিন জেলায় আরএটি হয়েছে ৭০১ এবং আরটি-পিসিআর করা হয় ৪০ জনের। জেলায় মোট সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৯২। তবে স্বস্তির খবর হল, বুধবার সুস্থ হয়েছেন ৭৮ জন। সুস্থদের সকলেই হোম আইসোলেশনের।

এদিকে, হাইলাকান্দি সন্তোষ কুমার রায় অসামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন চারজন এবং শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তিনজনের।

হিমাচলের মান্ডিতে বিষাক্ত মদ খেয়ে মৃত ৪, অসুস্থ ৩ জন

মান্ডি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলায় বিষাক্ত মদ খেয়ে প্রাণ হারালেন ৪ জন। বিষাক্ত মদ খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও ৩ জন। প্রত্যেকেই হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। মান্ডি জেলার সুন্দরনগরের কাঙ্গু গ্রামের ঘটনা। মঙ্গলবার রাতে বিষাক্ত মদ খেয়েছিলেন ৭ জন। মদ খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে অসুস্থতা বোধ করেন।

বুধবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, বিষাক্ত মদ খাওয়ার পরই সকলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় নেরচকের মেডিকেল কলেজে। ৭ জনের মধ্যে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, বাকি ৩ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই এলাকায় অবৈধ মদের কারবার চলছে বহুদিন ধরেই। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। মান্ডির পুলিশ সুপার শালিনী অগ্নিহোত্রী জানিয়েছেন, তদন্ত শুরু হয়েছে।

বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার দাবীতে বিদ্যুৎ নিগমের প্রধান কার্যালয় ঘেরাও করেন অস্থায়ী কর্মীরা। ছবি নিজস্ব।

ত্রিশ লক্ষাধিক টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ জানুয়ারি।। মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ বাজেয়াপ্ত করলো প্রায় ৩০ লক্ষাধিক টাকার শুকনো গাঁজা। আটক করা হয়েছে লরির চালক এবং সহচালককে। ঘটনা বুধবার সাত সকালে মুঙ্গিয়াকামী থানা এলাকার আঠারমুড়া পাহাড়ের জাতীয় সড়কের ৩৯ মাইল এলাকায়।

মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ খবর দিয়ে জানায়, এস.আই রঞ্জিত দাস এবং প্রফেসনাল ডি.এস.পি প্রসেনজিৎ রায় সহ মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ প্রতিদিনের মত ভ্যাহিকাল চ্যাকিং-এ বসে।

সেই সময় আগরতলা থেকে আসা ইউপি৬৭এটি৫৮১৪ নম্বরের দূরপাল্লার লরি দেখে সন্দেহের দানা বাঁধে। তখন গাড়িটিকে আটক করে গাড়ির চালক প্রমোদ যাদব এবং সহ-চালক বীরেন্দ্র রায় নামে বহিঃরাজ্যের দুই জনের সঙ্গে কথা বার্তায় অসংলগ্নতা প্রত্যক্ষ করে খবর পাঠায় মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়ার নিকট। খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে গাড়িটি তল্লাশি চালিয়ে ৫৮৩.৫ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ত্রিশ লক্ষ্যাধিক টাকা। পরবর্তীতে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ গাড়ি সহ গাড়িতে থাকা গাঁজা ও পাচারের সঙ্গে জড়িত দুইজনকে আটক করে মুঙ্গিয়াকামী থানায় নিয়ে আসে।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়া জানিয়েছেন, বাজেয়াপ্ত গাঁজাগুলো পাচারের উদ্দেশ্যে আগরতলার দিক থেকে বহিঃরাজ্য দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাছাড়া তিনি জানিয়েছেন, আগামীদিনে এধরনের কর্মসূচি উনাদের জারি থাকবে।

নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ জানুয়ারি।। পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তির পঁচাগলা মৃতদেহ গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার। মৃত ব্যাক্তির নাম দুলাল দাস। বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন গোলাবাড়ি এলাকায়। তিনি পেশায় ফেরিওয়ালা। তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

সংবাদে জানা যায়, শনিবার সকাল ১১ টা নাগাদ দুলাল দাস তার সহধর্মিণীর কাছ থেকে ৫০০ টাকা নিয়ে পূজোর বাজার করতে যায় মাইগঙ্গা বাজারে। মাইগঙ্গা বাজারে পুজোর বাজার করতে গেলে আর বাড়ি ফিরে আসেনি দুলাল। বাড়ির লোকেরা তার বাড়ি না ফিরে আসায় চিন্তিত হয়ে পড়ে। বুধবার সকাল নাগাদ মাইগঙ্গা রেল ব্রিজ সংলগ্ন জঙ্গলে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দুলাল দাসকে দেখতে পায় ওই জায়গার মালিক। প্রথমদিকে জায়গার মালিক সহ পার্শবর্তী এলাকার লোকজনেরা তাকে চিনতে না পারলেও পরবর্তী সময়ে সনাক্ত হয় এটি গোলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা দুলাল দাসের মৃতদেহ। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনার খবর পেয়ে দুলাল দাসের আত্মীয়-পরিজন ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং ঝুলন্ত মৃত দেহটি সনাক্ত করেন। এদিকে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনার খবর তেলিয়ামুড়া থানায় দেওয়া হয়। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় দীর্ঘ প্রায় তিন থেকে চার ঘণ্টা পর। পরে অবশ্য মৃতদেহটি উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এদিকে ময়নাতদন্ত শেষে দুলাল দাসের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

যুবক

● **প্রথম পাতার পর**

অভিযোগ দায়ের করে। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ বুধবার সন্ধ্যায় একটি মামলা নেয়। মামলার নম্বর ০২/২০২২। মামলা হয়েছে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৬ ধারা এবং পস্কো আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী। মামলা নিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

উল্লেখ থাকে, নববর্ষের প্রথম দিন তেলিয়ামুড়া মহাকুমার তেলিয়ামুড়া থানা এলাকায় ধর্ষণের মামলার রেশ কাটতে না কাটতেই পুনরায় চলতি মাসেরই ১৯ তারিখে একই মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামী থানা এলাকায় আবারো এক ধর্ষণের অভিযোগ লিপিবদ্ধ হওয়ায় মহকুমা জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ছড়িয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উদয়পুরে বিজেপি ওবিসি মোর্চার নেতা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ জানুয়ারি।। উদয়পুরের সোনামুড়া চৌমুহনীতে শাসক দল বিজেপির ওবিসি মোর্চার নেতা আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্ত নেতার নাম তাপস দেবনাথ। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, জসিম মিয়া নামে এক যুবক ওবিসি মোর্চার নেতা তাপস দেবনাথ এর উপর সোনামুড়া চৌমুহনীতে প্রাণঘাতী হামলা চালায়। হামলায় ওবিসি মোর্চার নেতা তাপস দেবনাথ অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন।

সমাজদ্রোহী জসিম মিঞা পোদ্দারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে বিজেপি কর্মীসমর্থকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত জসীম মিয়ার বিরুদ্ধে নানাবিধ সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ রয়েছে। অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে রাধাকিশোর পুর থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার সংবাদ নেই। অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

বিলোনীয়াতেও ১৫-১৮ বছয় বয়সিদের করোনার টিকাকরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ জানুয়ারি।। একদিকে করোনা সংক্রমণ, আবার অন্যদিকে ওমিক্রণের থাবা থেকে জনগণকে সুরক্ষিত রাখার তাগিদে- বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলির পাশাপাশি- স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে বিদ্যালয়গুলিতেও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভ্যাক্সিনেশন প্রধান কর্মসূচি চলছে জোড় কদমে। এরই অংগ হিসেবে ১৯ শে জানুয়ারি থেকে ২২ শে জানুয়ারি অব্দি ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের করোনা ভ্যাকসিন প্রদানের মধ্য দিয়ে ১০০ শতাংশ সফলতার জন্য- বিলোনিয়া গভমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুলে- দক্ষিণ জেলাশাসক এবং বিলোনিয়া বিধায়ক, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ উচ্চপদস্থ পদাধিকারীদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, দক্ষিণ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর জগদীশ চন্দ্র নম:কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী, শুসংকর ভৌমিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও পদাধিকারীরা। অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে শুভ সূচনা করেন দক্ষিণ জেলাশাসক,বিধায়ক সহ উপস্থিত অতিথিরা।দক্ষিণ জেলায় সকল অংশের সাধারণ জনগণকে সুরক্ষিত রাখার তাগিদে- স্বাস্থ্য দপ্তরের ঐকান্তিক প্রয়াস জারির কথা উল্লেখ করে ভূয়শী প্রশংসা করেন দক্ষিণ জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ। এছাড়াও পুরো দক্ষিণ জেলায় সংক্রমণ থেকে রোধ করার প্রয়াসে জেলাশাসকের বিভিন্ন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনাকে স্বাগত জানিয়েছেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক।

৩১৮৫ জন

● **প্রথম পাতার পর**

আওতায় নিয়ে আসার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই বিশেষ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বুধবার থেকে রাজ্যের প্রতিটি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের টিকাকরণের আওতায় নিয়ে আসার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

রাজ্য শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, ১৫ থেকে ১৮ বছরের বয়স্কদের মধ্যে করোনা টিকাকরণের স্পেশাল ড্রাইভ শুরু হয়েছে বুধবার। রাজ্যের মোট ৭৩৪টি স্কুলে শুরু হয়ে গেছে টিকাকরণের স্পেশাল ড্রাইভ। ১৯, ২০, ২১ জানুয়ারী এই ৩দিন চলবে টিকাকরণ। রাজ্যের ১৫ থেকে ১৮ বছরের সকলেই যেন টিকাকরণের আওতায় আসে সেই লক্ষ্যেই এই কর্মসূচী বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

বুধবার স্পেশাল ড্রাইভের প্রথম দিনে তিনি বেশ কিছু স্কুল পরিদর্শন করেছেন। ৭৩৪টি স্কুলের মধ্যে জেলা ভিত্তিক হিসেবে পশ্চিম জেলায় ২৩৭টি, ধলাই ৬২টি, গোমতী জেলায় ৫২টি, খোয়াইতে ৬৪টি, উত্তরে ১২০টি, সিপাহীজলায় ১২৪টি, দক্ষিণে ২৫ এবং ঊনকোটি জেলায় ৫০টি স্কুলে চলছে এই টিকাকরণ কর্মসূচী। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ রাজ্যের সব কটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের টিকাকরণের আওতায় নিয়ে আসার জন্য ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

অনুমোদনহীন

● **প্রথম পাতার পর**

নামী সংস্থাগুলির নাম ব্যবহার করেও ত্রিপুরায় প্যাকেটজাত পানীয় জল প্রস্তুত করা হচ্ছে। বিসলেরির মতো নামি সংস্থার দুনম্বরি ল্যাবেল সেঁটে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে জলের বোতাল। দেখা গিয়েছে, এই নামি সংস্থার জলের বোতলের ভেতরে পানের অযোগ্য জল। স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থা ত্রিপুরার প্রত্যন্ত এলাকায় ইউনিট বসিয়ে জল তৈরী করছে। অনেকের কাছেই খাদ্য নিরাপত্তার বৈধ অনুমোদন নেই বলে অভিযোগ। স্বাভাবিকভাবেই, প্রতিনিয়ত প্রশাসনের নজরদারির অভাবে অবৈধভাবে ওই ব্যবসা রমরমিয়ে বাড়ছে।

আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের তরফে ইন্দ্রনগর স্থিত ড্রপলেট প্যাকেটজাত পানীয় জল প্রস্তুতকারক সংস্থায় অভিযানে যান। সেখানে গিয়ে জল প্রস্তুত করার বৈধ অনুমোদন দেখাতে ব্যর্থ হন সংস্থার কর্তৃপক্ষ। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: সংগীতা চক্রবর্তী বলেন, ড্রপলেট সংস্থার পানীয় জল বিক্রির অনুমোদন রয়েছে। কিন্ত, তাঁদের পানীয় জল প্রস্তুত করার কোন বৈধ অনুমোদন নেই। তাই, সংস্থা বন্ধ করার নোটিশ জারি করা হয়েছে। তাঁর কথায়, এফএসএসএআই-র অনুমোদন পেলে তবেই তাঁদের প্যাকেটজাত পানীয় জল প্রস্তুত করার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। ততদিন আইনত ওই সংস্থা বন্ধ থাকবে।

তিনি জানান, বৈধ অনুমোদন ছাড়া প্যাকেটজাত পানীয় জল প্রস্তুত করার প্রচুর অভিযোগ জমা পড়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এমন ৩৯টি

সংস্থা বৈধ অনুমোদন ছাড়া প্যাকেটজাত পানীয় জল প্রস্তুত করছে। প্রশাসন এখন কঠোরভাবে ওই সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। তাঁর দাবি, এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে এধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। আগামী দুই দিন জিরানিয়া এবং মোহনপুরে প্যাকেটজাত পানীয় জল প্রস্তুতকারক সংস্থায় অভিযান চালানো হবে। তাঁর বক্তব্য, উচ্চ আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের তরফে এধরনের অভিযান চালানো হচ্ছে।

পুর মেয়র

● **প্রথম পাতার পর**

তেমনি সামান্য বৃষ্টিতেই ফুলে ফেঁপে উঠছিল হাওড়া নদীর জল। এতে প্রতিবছরই বানভাসি হয় রাজধানী আগরতলা। এই অবস্থায় হাওড়া নদী সংস্কারের জন্য বাঁশ বাজার এবং অটো স্ট্যান্ড সরানো অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করছেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা।

বাঙালীদের মধ্যেও অনেকেই ককবরক ভাষায় অভ্যস্ত ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম। ত্রিপুরায় দেববর্মা, ত্রিপুরা, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, কলই সহ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর প্রায় আট লক্ষ মানুষ ককবরক ভাষায় কথা বলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যেও অনেকেই ককবরক ভাষায় অভ্যস্ত। মনের ভাব প্রকাশের ভাষা যদি দুর্বল হয়ে যায় তা অত্যন্ত দুঃখজনক। সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ভাষা চর্চার প্রসারে গুরুত্ব আরোপ করেছে রাজ্য সরকার। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত ৪৪তম ককবরক সাল-২০২২ শীর্ষক অনুষ্ঠানে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি বলেন, রাজ্যে অনেকদিন ধরেই ককবরক ভাষায় সাহিত্যের চর্চা ও বই প্রকাশ হয়ে আসছে। এর ফলে ককবরক ভাষার প্রসার অনেকটাই সুনিশ্চিত হয়েছে। ককবরক ভাষার উপরে বর্তমানে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষও গবেষণা এবং চর্চা করছেন। ককবরক ভাষার প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। সাথে তিনি যোগ করেন, মাধ্যমিক থেকে মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত বোর্ডের পরীক্ষায় ককবরকে সর্বোচ্চ স্থানাধিকারীদের সম্মাননা জানানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ককবরক ভাষা ও সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য দুটি স্মৃতি পুরস্কার চালু করা হয়েছে। ককবরক ভাষায় শিক্ষা গ্রহণে চাকরি ও রোজগারের নিশ্চয়তা এসেছে।

তাঁর দাবি, প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ৪৫টি বিদ্যালয়কে প্রাথমিকভাবে ককবরক ভাষা চালু করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ককবরক ভাষা চর্চার বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। টিআরবিটি"র মাধ্যমে পিজিটি শিক্ষক নিয়োগে অনেক কৃতিরা উঠে আসছেন। টিপিএসসি"র মাধ্যমে ২২ জন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, ককবরক ভাষা ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা অধিকার এর তরফে ককবরক ভাষা প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ককবরক শিক্ষা প্রদানে শিক্ষকের সহায়তায় ককবরক টিচার্স হ্যান্ড বুক প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ককবরক এর পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার প্রসারে সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। গবেষণার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পাচ্ছে ককবরক ভাষা। সরকারি প্রেস রিলিজ, সরকারি প্রকল্পের প্রচারেও ককবরক ভাষা যুক্ত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, ত্রিপুরা সহ দেশের বাইরেও ককবরক ভাষা চর্চা বিদ্যমান। সব মিলিয়ে প্রায় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন। এই ভাষার এক গৌরব উজ্জ্বল অতীত রয়েছে। সমৃদ্ধ ককবরক ভাষায় বস্তুভেদে গণনা পদ্ধতিও অভিনব। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকার ককবরক ভাষার প্রচার ও প্রসারে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। বাইশটি সাধারণ ডিগ্রী কলেজর ককবরক সহকারি অধ্যাপক নিয়োগের উদ্যোগ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। প্রতি বছর ভালো সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ককবরক বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রী সম্পন্ন করছেন।

বাড়ি ঢুকে সংঘবদ্ধ হামলায় বৃদ্ধার মৃত্যুতে ৭ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জানুয়ারি।। মাঠে ঘাস কাটা নিয়ে বাকবিতন্ডার জেরে সন্ধ্যায় বাড়ি ঢুকে সংঘবদ্ধ হামলায় গৃহিনীর মৃত্যুর দায়ে আজ আদালত ৭ জনকে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা শুনিয়েছেন। সাথে প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক জরিমানা করেছে।

এ-বিষয়ে সরকারী আইনজীবী জানিয়েছেন, ২০০৮ সালের ২৮ নভেম্বর বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন কল্যাণপুর পাড়া এলাকায় ঘাস কাটার সময় স্থানীয় বাসিন্দা লাল মোহন সরকারকে বাধা দেন সুজিত মালাকার। তাতে, তাদের মধ্যে তীব্র বাকবিতন্ডা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, সন্ধ্যায় সুজিত মালাকার দলবল নিয়ে লাল মোহন সরকারের বাড়িতে হামলা করেন। আইনজীবী বলেন, লাঠি, দা নিয়ে সংঘবদ্ধ হামলায় লাল মোহন সরকারের স্ত্রী নিরুবালা দেব মাথায় গুরুতর আঘাত পান এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ওইদিন রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া, লাল মোহন সরকার ও তাঁর প্রতিবেশী মনোরঞ্জন সরকার ওই হামলায় আহত হন।

তিনি বলেন, ওই ঘটনায় লাল মোহন সরকারের ছেলে অজিত সরকার দোষীদের নাম উল্লেখ করে রামনগর ফাঁড়িতে মামলা করেন। পুলিশ ওই মামলায় ৭ জনকে গ্রেফতার করেছিল। তিনি জানান, ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সুজিত মালাকার এবং গোপাল পাল ঘটনা পরপরই পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। এখনো তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। এদিকে, পুলিশ ওই মামলায় তদন্ত সমাপ্ত করে ভারতীয় দন্ডবিধি ৪৪৭, ৩২৩, ৩০২ এবং ১৪৯ ধারায় ২০০৯ সালে আদালতে চার্জশিট জমা দেন। আদালতে ১৬ জনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক গোবিন্দ দাস বাড়ি ঢুকে সংঘবদ্ধ হামলা এবং বৃদ্ধার মৃত্যুর দায়ে উত্তম সরকার, উজ্জ্বল দেব, পঙ্কজ সূত্রধর, লিটন নাগ, রাজেন দেব, অমিত দেব এবং অজিত সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং তাদের যাবজ্জীবন কারাবাসের রায় দিয়েছেন। সাথে প্রত্যেককে ১০ হাজার করে আর্থিক জরিমানাও করেছেন। অনাদায়ে অতিরিক্ত ৬ মাসের কারাবাসের সাজা শুনিয়েছেন।

ধৃত আরও এক

● **প্রথম পাতার পর**

(সিটিটিসি)ইউনিট গ্রেফতার করেছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের সিটিটিসি অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মহম্মদ আসাদুজ্জামান জানিয়েছেন, তুরস্কের নাগরিক হাকান যানবুরকান আন্তর্জাতিক এটিএম কার্ড ক্লোনিং এবং স্ক্যামিং চক্রের অন্যতম সদস্য। তিনি গত ২ থেকে ৪ জানুয়ারি ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের বিভিন্ন এটিএম বুথে গিয়ে বিভিন্ন দেশের একাধিক ক্লোন কার্ড ব্যবহার করে ৮৪ বার টাকা তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যাংকটি অ্যান্টি স্ক্যামিং টেকনোলজি ব্যবহার করায় অ্যালার্ম সিস্টেমের মাধ্যমে বিষয়টি নজরে আসে এবং স্ক্যামিংয়ে বাধা দিতে সক্ষম হয়েছে।

মহম্মদ আসাদুজ্জামান আরও জানিয়েছেন, ধৃত দুজনের কাছ থেকে বিভিন্ন মডেলের পাঁচটি মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ, ১৫টি ক্লোন কার্ডসহ মোট ১৭টি কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, হাকান যানবুরকান আগরতলায় এটিএম জালিয়াতি কান্ডে মূল পান্ডা ছিলেন। তিনি গ্রেফতার হওয়ার পর গি বি হাসপাতালে চিকিতা করার সময় পুলিশের নিরাপত্তা বেষ্টনী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

মহম্মদ আসাদুজ্জামান জানিয়েছেন, হাকান যানবুরকান আগরতলা থেকে পালিয়ে সিকিম হয়ে নেপাল পৌছান। সেখান থেকে ভ্রমনের কাগজপত্র যোগার করে তিনি তুরস্কে ফিরে যান এবং নতুন পাসপোর্ট তৈরী করেন। তিনি বলেন, ধৃত দুইজনের বিরুদ্ধে ঢাকার পল্টন থানায় ডিজিট্যাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

চুরি

● **প্রথম পাতার পর**

মধ্যে টমটম চুরি করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিরাপত্তা কর্মীদের তৎপরতা বাড়ানোর জন্য দাবি উঠেছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

হচ্ছে। খাদ্য, পরিশ্রুত পানীয় জল, উন্নত সড়ক সংযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ সহ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম শর্তগুলি সুনিশ্চিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চেষ্টার দ্বারাই সাফল্যের পথ সুনিশ্চিত হয়। তাই ককবরক ভাষা আয়ত্ব করার ক্ষেত্রেও সবার প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরা আমাদের ঐতিহ্য।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

চৌমুহনী বাজারের নবীন টিলা এলাকার জঙ্গল থেকেএক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম স্বদেশ সরকার। বুধবার দুপুর নাগাদ স্থানীয় লোকজন জঙ্গলে মৃতদেহটি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পরিবারের লোকজনদের খবর দেন। খবর পাঠানো হয় আমতলী থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। স্বদেশ সরকার নামে ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। কেন ওই ব্যক্তি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন সে বিষয়ে অবশ্য এখনও পর্যন্ত বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সদস্যের

● **প্রথম পাতার পর**

পারেনি। সরকারি কাজে ককবরক ভাষায় কাজকর্ম আরও বাড়াতে হবে, বলেন তিনি। দীর্ঘ ৪৪ বছর পরও ককবরক ভাষা উন্নয়ন দিশাহীন ভাবে অগ্রসর হচ্ছে বলে তিনি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন।

এদিন শিক্ষা দপ্তরের নির্বাহী সদস্য চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, ককবরক ভাষাকে রাজ্যের দ্বিতীয় ভাষা বলা হয়। সরকারি স্বীকৃতি লাভ করেছে। তার জন্য দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা কেন পাবে, প্রশ্ন তুলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, দেশের অন্যান্য রাজ্যে বিভিন্ন জনজাতিদের মাতৃভাষা সরকারি স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্ত সেখানে জনজাতিদের ভাষা দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা পাচ্ছে না বলে তিনি দাবি করেন। সরকারি কাজে ককবরক ভাষাকে আরও বেশি করে প্রয়োগ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। এডিসি প্রশাসনে ককবরক ভাষায় আবেদনকারীদের অধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় বলে তিনি জানিয়েছেন।

আজ স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য কমল কলই ভাষা লিপি বিতর্ক মিটিয়ে নেয়ার জন্য তিনি উপস্থিত সকলের কাছে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ককবরক সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে, পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ভাষা লিপি নিয়ে আজও দ্বন্দ্ব চলছে। তাতে ভাষার উন্নয়ন অসম্ভব, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি। মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সি. কে. জমাতিয়া বলেন, এডিসিতে চাকুরি প্রার্থীদের অবশ্যই ককবরক ভাষা জানতে হবে। ককবরক ভাষা সরকারি কর্মচারিদের শেখানোর জন্য স্বল্প সময়ের কোর্স চালু করার উদ্যোগ নেয়া হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ককবরক মাতৃভাষার সাথে সাথে হিন্দী, বাংলা, ইংরেজী ভাষা আমাদের চাকুরি সহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। তার জন্য এই ভাষা শেখারও প্রয়োজন রয়েছে।

চারজনের মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর**

৯৩২১ জনের নমুনা পরীক্ষায় ১৩৮৫ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ১৪.৮৬ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৭৯ জন করোনার সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৭০৫০ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৪২০৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৬২৪০ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৪.১৪ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৯১.৬১ শতাংশ। এদিকে ০.৯০ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় চার জনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮৪৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। এছাড়া তিনটি জেলায় শতাধিক মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৪৮৯ জন, উত্তর জেলায় ৯৭ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৭৬ জন, দক্ষিণ জেলায় ১৮৫ জন, ধলাই জেলায় ১৪৮ জন, ঊনকোটি জেলায় ১০৪ জন, খোয়াই জেলায় ৪৬ জন এবং গোমতি জেলায় ৯৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

ছাত্র

● **প্রথম পাতার পর**

বাড়ি ফিরছিল। ঐ সময় তাকে রাস্তায় পেয়ে রাজীব ভৌমিক মারধর করে এবং তার হাতে থাকা মোবাইলটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আর কে পুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার এর সংবাদ নেই।

খেলাধুলা

এ বছরেই টেনিস কোর্টকে বিদায় জানাতে চলেছেন সানিয়া মির্জা

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : এ বছরের শেষেই নিজের টেনিস-জীবনে ইতি টানতে চলেছেন টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জা। বুধবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ডাবলস থেকে বিদায় নেওয়ার পরেই জানিয়ে দিলেন, এবছরই শেষ বারের মতো কোর্টে দেখা যেতে চলেছে তাঁকে। তবে যতদিন খেলবেন, ততদিন যত বেশি সম্ভব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চান।

বুধবার অস্ট্রেলিয়া ওপেনের প্রথম ম্যাচে পরাস্ত হয়েছেন হায়দরাবাদের এই টেনিস তারকা। আর তারপরই তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সানিয়া মির্জা জানিয়ে দিলেন এটাই তাঁর শেষ মরশুম হতে চলেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই তিনি প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। চলতি মরশুমে তিনি পুরোটা খেলবেন কি না, তা নিয়ে এখনও কোনও নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি।

ম্যাচের পর সানিয়া বলেন, ”আমার মনে হয়ছিল যে আমি আরও ভালো পারফর্ম করতে পারব। কিন্তু, শরীরটা আর আগের মতো সঙ্গ দেয় না। এটাই আমার কাছে সবথেকে বড় প্রতিবন্ধকতা। ২০০৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক টেনিস খেলছেন সানিয়া মির্জা। প্রায় ২ দশক টেনিস কোর্টে রাজত্ব করার পর তিনি অবসরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।”

ভারতের প্রথম মহিলা টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার নজির রয়েছে সানিয়ার। ডাবলসে অতীতে শীর্ষস্থানে ছিলেন। সিঙ্গলসে সর্বোচ্চ ২৭ নম্বরে উঠেছিলেন তিনি। এশিয়ান গেমস এবং কমনওয়েলথ গেমসেও পদক রয়েছে তাঁর। শেষ বার গ্র্যান্ড স্ল্যাম পেয়েছিলেন ২০১৬-র অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে, মার্টিনা হিঙ্গিসের সঙ্গে জুটি বেধে। মোট ৬টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম রয়েছে তাঁর। ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসে তিনটি করে। সব থেকে বেশি সাফল্য হিঙ্গিসের সঙ্গেই।

জোড়া সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা, কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে ভারত

পার্লে, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : পার্লের বোল্যান্ড পার্কে বুধবার বিধ্বংসী ব্যাটিং করল দক্ষিণ আফ্রিকা। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৯৬ রান তুলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে এই পাহাড়প্রমাণ রান করার পিছনে দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ব্যাটসম্যান হলেন দলের অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা এবং অন্যজন দলের মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান রসি ভ্যান ডার ডুসেন। বুধবার বাভুমা ১৪৩ বলে ১১০ রান করেন। এছাড়া ডুসেন ৯৬ বলে করেন ১২৯ রান। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে জোড়া উইকেট শিকার করেন জসপ্রীত বুমরাহ। এছাড়া একটি উইকেট শিকার করেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এদিন দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসকে মোটামুটিভাবে দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ২০ ওভারে দলটা তিন উইকেট হারিয়ে মাত্র ৮০ রান করেছিল। কিন্তু, তারপর দলের হাল ধরেন

অধিনায়ক বাভুমা এবং ডুসেন। চতুর্থ উইকেটে ১৮৪ বলে ২০৪ রানের পার্টনারশিপ গড়ে ওঠে। ৪৯ ওভারের প্রথম বলে অধিনায়ক কেএল রাহুলের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান বাভুমা। তবে ইনিংসের শেষে ১২৯ রানে অপরাজিত থাকেন ডুসেন।

বুধবার ভারতকে জিততে হলে বিরাটকে যে বড় রান করতেই হবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ২০১৯ সালে বিরাট কোহলির ব্যাটে শেষ শতরান দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

অন্যদিকে রোহিত শর্মা চোটের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়ায় অধিনায়কত্বের দরজা খুলে যায় কেএল রাহুলের সামনে। তিনি সাদা বলের ক্রিকেটের নিয়মিত সহ অধিনায়ক। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে বিরাট কোহলি চোট পাওয়ায় অধিনায়কত্ব করেন কেএল রাহুল।

টসে জিতে ব্যাট দক্ষিণ আফ্রিকার, লোকেশের নেতৃত্বে অভিষেক আয়ারের

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : টেস্ট সিরিজ আগেই হাতছাড়া হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এবার একদিনের সিরিজ জয়ের টার্গেট নিয়ে লড়াই শুরু করল টিম ইন্ডিয়া। পার্লের সবুজ পিচে বুধবার টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা। অন্যদিকে, সাদা বলে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মা আহত থাকায় আজ নেতৃত্বে নামেন লোকেশ রাহুল।

ভারতীয় ক্রিকেট বিতর্কের জল এক তীব্র গতিতে বইছে। বিরাট কোহলি এবং রবি শাস্ত্রীর পরবর্তীতে এখন ভারতীয় ক্রিকেটে রাহুল দ্রাবিড়-রোহিত যুগ। বিতর্ক বাড়িয়ে টেস্টের অধিনায়কত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন কোহলি। বিরাট বিতর্কে মাঝেই এদিন বেশ কিছুদিন পর দলে ফিরলেন যুজবেন্দ্র চহাল এবং রবিচন্দ্রণ অশ্বিন। ডান হাতি এই অফ স্পিনারের দলে আসার খবর নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্রিকেটে দ্রাবিড় সভ্যতার মজবুত ভিতের ইঙ্গিত করে। পাশাপাশি এ দিন অভিষেক হল বেঙ্কটেশ আয়ার। কিন্তু, টসে জিতলেও এ দিন শুরুটা খুব ভাল হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকার। ওপেনার জানেমন মালানকে মাত্র ছয় রানে ফিরিয়ে দেন জসপ্রীত বুমরা। যদিও অন্য দিকে, স্বাভাবিক ছন্দেই শুরু করেন অপর ওপেনার কুইন্টন ডি'কক।

‘ক্লাবের অনুরোধে’ মেসিকে ডাকল না আর্জেন্টিনা

লিওনেল মেসিকে ঘিরে কদিন ধরে যা শোনা যাচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আসছে দুই ম্যাচের জন্য দলের সেরা তারকাকে স্কোয়াডে রাখেননি আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি।

গত ২ জানুয়ারি মেসির করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর আসে। চার দিন পরই অবশ্য তার নেগেটিভ ফল আসে। কিন্তু প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের ধকল এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি পিএসজি তারকা। ফলে নতুন বছরে এখনও মাঠে নামা হয়নি তার। ক্লাবের হয়ে গত ২২ ডিসেম্বর সবশেষ খেলেছেন রেকর্ড সাতবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা।

এ কারণেই মাসের শেষের ফিফা উইন্ডোতে হতে যাওয়া বাছাইয়ের ম্যাচে তাকে দলে না রাখতে আর্জেন্টিনা কর্তৃপক্ষকে পিএসজি অনুরোধ করেছে বলে গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়। তারই প্রেক্ষিতে দুবারের বিশ্বকাপ জয়ীরা অধিনায়ককে দলে না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেও গত কদিনে শোনা যাচ্ছিল।

মেসিকে বাইরে রেখে বুধবার ২৭ জনের দল ঘোষণা করেছেন স্কালোনি। আগামী ২৭ জানুয়ারি চিলির মাঠে খেলার পর ১ ফেব্রুয়ারি ঘরের মাঠে কলম্বিয়ার মুখোমুখি হবে কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। মেসি না থাকলেও আর্জেন্টিনার জন্য তেমন দুর্ভাবনার কিছু অবশ্য নেই। কারণ, এরই মধ্যে তারা কাতার বিশ্বকাপের টিকেট নিশ্চিত করে ফেলেছে।

দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের ১০ দলের বাছাইপর্বে ১৩ ম্যাচে আট জয় ও পাঁচ ড্রয়ে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে আর্জেন্টিনা। সমান ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ব্রাজিল।

আর্জেন্টিনা দল:

গোলরক্ষক: ফ্রাঙ্কো আরমানি (রিভার প্লেট) এমিলিয়ানো মার্তিনেস (অ্যাস্টন ভিলা), হুয়ান মুস্সো (আতালান্তা), এস্তেবান আনদ্রাদা (মন্তেরি)

ডিফেন্ডার: নাউয়েল মোলিনা (উদিনেজে), গনসালো মনতিয়েল (সেভিয়া), লুকাস মার্তিনেস কুয়ার্তা (ফিওরেন্তিনা), হেরমান পেস্সেইয়া (রিয়াল বেতিস), নিকোলাস ওতামেন্দি (বেনফিকা), লিসান্দ্রো মার্তিনেস (আয়াক্স), নিকোলাস তাগলিয়াফিকো (আয়াক্স), মার্কোস আকুনা (সেভিয়া)

মিডফিল্ডার: লুকাস ওকামপোস (সেভিয়া), লেয়ান্দ্রো পারেদেস (পিএসজি), গিদো রদ্রিগেস (রিয়াল বেতিস), রদ্রিগো দে পল (আতলেতিকো মাদ্রিদ), জিওভানি লো সেলসো (টটেনহ্যাম হটস্পার), আলেহান্দ্রো গোমেস (সেভিয়া), আনহেল দি মারিয়া (পিএসজি), আলেক্সিস মাক আলিসতের (ব্রাইটন)

ফরোয়ার্ড: নিকোলাস গনসালেস (ফিওরেন্তিনা), এমিলিয়ানো বুয়েন্দিয়া (অ্যাস্টন ভিলা), আনহেল কোরেরেয়া (আতলেতিকো মাদ্রিদ), হুলিয়ান আলভারেস (রিভার প্লেট), লাউতারো মার্তিনেস (ইন্টার মিলান), হোয়াকিন কোরেরেয়া (ইন্টার মিলান), পাওলো দিবালা (ইউভেন্তুস)

আইসিসি বর্ষসেরা টি-২০ দলের নেতৃত্বে বাবর আজম

দুবাই, ১৯ জানুয়ারি (হি.স.) : আইসিসি-র বর্ষসেরা টি-২০ দলের নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড উঠল পাক অধিনায়ক বাবর আজম-র। আমিরশাহীতে অনুষ্ঠিত টি-২০ বিশ্বকাপে পাক অধিনায়ক মুগ্ধ করেছেন ক্রিকেটবিশ্বকে। তাঁর দল ফাইনালে উঠতে না পারলেও মরুশহরে তাঁদের উজ্জীবিত পারফরম্যান্স মন জিতে নিয়েছে সবার। বাবর আজমকে টি-২০ দলের নেতৃত্ব এবার তুলে দেওয়া হল।

২০২১ সালের সেই আইসিসি-র টি-২০ দলে জায়গা হল না কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারের। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির মতো বিস্ফোরক ব্যাটার থাকা সত্ত্বেও তাঁদের দলে রাখাই হয়নি। রাখা হয়নি বুমরাহ, শামির মতো চ্যাম্পিয়ন বোলারকেও।

আইসিসি-র বিচারে তৈরি টি-২০ একাদশে রয়েছেন পাকিস্তানের বাবর আজম, শাহিন আফ্রিদি এবং মহম্মদ রিজওয়ান। দলে জায়গা পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার হ্যাজলউড ও মিচেল মার্শ। ইংল্যান্ডের বাটলার রয়েছেন। সম্ভবত তিনি ওপেন করবেন রিজওয়ানের সঙ্গে। দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মার্করাম, মারকুটে ডেভিড মিলার এবং তাবরেজ শামসিকে নিয়েছে আইসিসি। শ্রীলঙ্কার হাসারাঙ্গা ও বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমান রয়েছেন এই দলে। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের ক্রিকেটার দলে থাকলেও ভারতীয়দের অনুপস্থিতি হয়তো বিতর্কের জন্ম দিতে পারে। গত টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের পারফরম্যান্স মোটেও উজ্জ্বল নয়। সেই কারণেই হয়তো রাখা হয়নি কাউকেই।

ঘোষিত দল: বাবর আজম (অধিনায়ক), মহম্মদ রিজওয়ান, বাটলার, মার্করাম, মিচেল মার্শ, ডেভিড মিলার, হাসারাঙ্গা, শামসি, হ্যাজলউড, মুস্তাফিজুর রহমান, শাহিন আফ্রিদি।

Notice Invitin e-Tender

The undersigned is hereby invite e-tenders from interested, resourceful and experienced suppliers/ manufacturers for **"Supply & Installation of Smart Class Equipment". Tender ID- 2022_INPH_25697_1**

Bid submission end date: 17/02/2022upto 5.00 PM. For details kindly visit the website https://tripuratenders.gov.in

Dr. Tirtharaj Sen
Principal
Women's Polytechnic
Hapania, Agartala

ICA-C-3405/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 34/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2021-22 Dated- 14-01-2022.

The Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R b B), Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Percentage rate e-tender from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Bidders / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 28-01-2022 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNITNo-76/NIT/SE-II/R /2021-22.	Rs. 44,56,700.92	Rs. 44,567.00	03 (Three) months.	Up to15.00 Hrs on 28-01-2022.	At 15.30Hrs on 28-01-2022	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNITNo-77/NIT/SE-II/R /2021-22.	Rs. 62,03,510.76	Rs. 62,035.00	04 (Four) months.				

For more detail kindly visit: **https://tripuratenders.gov.in.**
Bid(s) shall be opened through online by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&E), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquire Plerlse concoct by e-mail to eepwdsbm2015@gmail.com.

For and on behalf of the Governor of Tripura.
Executive Engineer
Sabroom Division, PWD(R&B)
Sabroom, South Tripura

ICA-C-3417/2021-22

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:- 07/SDO/IESD/STB/2021-22 DATED:- 17/ 01/ 2022

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last Date and Time for Receipt of Application for Issue of Tender Form	Time and Date of Opening of Tender	Place of Sale of Tender Documents	Class of Tenderer
1	DNIT NO – SDO / IESD / STB /13 / 2021-22	1,42,559.00	1426.00	15 Days.	Up to 3:00 PM on 24-01-2022	At 3:30 PM on 27-01-2022	I.E.Sub-Division Santirbazar, South Tripura	Appropriate

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions are available in the office of the Sub-Dsivisional Officer (E). Internal Electrification Sub-Division Santirbazar, South Tripura from 11.00AM to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

Sd/- (Er. Bikas Datta)
Sub-Divisional Officer (E)
I. E Sub- Division, PWD
Santirbazar,South Tripura

ICA-C-3411/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আজাদী কা অমৃত মহোৎসব
সত্যমেব জয়তে Government of Tripura
আজীবিকা AAJEEVIKA TRLM

মহিলা স্ব-সহায়ক দলের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকারের এক নতুন পদক্ষেপ

৭ দিনে ঋণ পান

৭% সুদে

স্ব-সহায়ক দলের মহিলারা নিজ দল থেকে এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

বিশদ বিবরণের জন্য নিকটবর্তী গ্রামীণ সংগঠন/ ক্লাস্টার ফেডারেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

ICA/D-1671/2021-22

*শর্তাবলী প্রযোজ্য

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।